বংশীয় ডিউক এন্‌মিন্ নামে এক যুবা বোনাপার্টির ক্রোধ-খর্পরে পড়িয়া নিহত হন। অনেকে মনে করেন তিনি নির্দ্দোষী।

দুই মাসের মধ্যে সেনেট ও ট্রাইবিউনেট্ নেপোলিয়নকে ফরাসী সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৮০৪ সালের ১৮ই মে নেপোলিয়ন "সম্রাট নেপোলিয়ন" নাম ধারণ করিলেন এবং তাঁহার ১৮ জন উৎকৃষ্ট সেনাপতিকে সাম্রাজ্যের "মার্সাল" নামে অভিহিত করিলেন। পোপ ৭ম পায়স পারিসে আসিয়া নটরডেম নামক প্রাসাদে তাঁহার মস্তকে মুকুট স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিলেন এবং নেপোলিয়ন নিজহস্তে জোজেফাইনের মস্তকে মুকুট স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে 'সাম্রাজ্ঞী' বলিয়া অভিনন্দন করিলেন।

ইটালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র সকল মিলিয়া মিশিয়া একটী নূতন রাজ্য হইল এবং সেই রাজ্যের লোকেরা নেপোলিয়নকে তাঁহার রাজা হইবার জন্য আহ্বান করিল। ১৮০৫ সালের ২৬এ মে মিলন নগরে লম্বার্ডির লৌহ-কিরীট ধারণ করিয়া নেপোলিয়ন বলিলেন "ঈশ্বর আমাকে ইহা দিয়াছেন, যে ইহার উপর হস্তক্ষেপ করিবে, তাহার মহা অনিষ্টপাত হইবে"। পরে তিনি তাঁহার সপত্নপুত্র ইউজিনকে ইটালির রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় ইংলণ্ড, রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও সুইডেন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইলেন। ইংরাজ সেনানায়ক এডমিরল নেল্‌সন্ ১৮০৫ সালের ২১এ অক্টোবর ট্রাফালগারের মহাযুদ্ধে স্বয়ং প্রাণ দিয়া ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত জাহাজ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। কিন্তু স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন বিশ্ববিজয়ী, তাঁহার জয়স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অষ্ট্রীয় সেনাপতি ম্যাক ফরাসী সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ৩০ হাজার সৈন্যের সহিত শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ১৮০৫ সালের ২রা ডিসেম্বর অষ্ট্রেলিটে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে একদিকে রুষীয় ও অষ্ট্রীয় সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার ও ফ্রান্সিস এবং অন্য দিকে স্বয়ং ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন। ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে এই প্রথম যুদ্ধ। নেপোলিয়ন ৮০ হাজার শত্রুসৈন্য দলন ও ৩০ হাজার শত্রুসৈন্য নিধনপূর্ব্বক অষ্ট্রেলিটে মহা গৌরবপূর্ণ জয় লাভ করিলেন। অতঃপর প্রেসবর্গে অষ্ট্রীয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই জয় ঘটনা দ্বারা জর্ম্মণির শাসনপ্রণালীর বহুল পরিবর্ত্তন হইল। ব্যাভেরিয়া ও ওয়ারটমবর্গের ইলেক্টরেরা রাজা বলিয়া গণ্য হইলেন। নেপোলিয়নের ইচ্ছানুসারে অনেক ছোট ছোট রাজ্য রাইনের মিত্র-রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। অষ্ট্রীয়া এবং জর্ম্মণি এক রাজ্য ছিল, এখন পরস্পর স্বতন্ত্র হইল। ফরাসী-সম্রাট্ এখন রাজ্য বণ্টন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮০৬ সালে নেপলস্ রাজ্য অধিকার

করিয়া তাঁহার ভ্রাতা জোজেফকে তাহার রাজা করিলেন। বাটাভিও সাধারণতন্ত্রকে হলণ্ড রাজ্যে পরিণত করিয়া তাঁহার আর এক ভ্রাতা লুইকে তাহার রাজা করিলেন। তাঁহার ভগ্নীপতি মিরাটকে গ্রাণ্ড ডিউক করিলেন।

ফরাসী সম্রাট্ প্রুষিয়াকে হানোভার দান করিয়া তাহাকে আপনার পক্ষে রাখিতে সচেষ্ট; কিন্তু প্রুষিয়া তাঁহার পরম শত্রু ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিলেন। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ১৮০৬ সালের ১৪ই অক্টোবর* অরষ্টাড ও জেনা দুই স্থানে মহাযুদ্ধে প্রুষীয় সামরিক বল এক কালে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ফ্রেডারিক দি গ্রেট যে মহীকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা বিলুপ্ত হইল এবং প্রুষিয়া নেপোলিয়নের পদানত হইল। তখন সম্রাট্ মহোল্লাসে বার্লিন নগরে প্রবেশ করিয়া "Berlin Decrees" নামে সুপ্রসিদ্ধ বার্লিন আজ্ঞা প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে ব্রিটিষ দ্বীপসমূহ অবরুদ্ধ, কোনও ইয়োরোপবাসী তাহাদের সহিত পত্রালাপ বা কোনও ব্যবসা কার্য্য করিবে না। ব্রিটিষ দ্রব্য-জাত ক্রীত হইবে না। ব্রিটিষদিগের ধন-সম্পত্তি যে কেহ লুটিয়া লইতে পারিবে। ব্রিটেনে যে চিঠি যাইবে বা তথা হইতে যে চিঠি আসিবে, তাহা ডাকঘরে খোলা হইবে।

১৮০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রুষিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ বাধিল। ১৭ই জুন ফ্রিডলাণ্ডে যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে রুষীয়েরা নিজদলের ৬০ হাজার লোককে মৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া আলার নদীর পারে তাড়িত হয়। পরে জার আলেকজাণ্ডারের প্রার্থনায় টিলসিট নগরে এক সন্ধি স্থাপিত হয়।

নেপোলিয়ন পররাষ্ট্র হরণ করিতে গিয়া এইবার তাহার প্রতিফল লাভ করিলেন। তিনি পর্টুগালের ব্রাগান্‌জা রাজ বংশকে ব্রেজিলে তাড়াইয়া দিলেন এবং বোর্ব্বন বংশকে স্পেনের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া তাঁহার সহোদর জোজেফকে স্পেন-রাজ বলিয়া তৎস্থানে অভিষিক্ত করিলেন। জোজেফের নেপল্‌স্ রাজসিংহাসন খালি হইলে তাহাতে মুরাটকে বসাইয়া দিলেন। এই ঘটনায় স্পেনীয়েরা অস্ত্র ধারণ করিল এবং ব্রিটিষ সাহায্য গ্রহণ করিল। এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল-ব্যাপী "পেনিন্‌সুলার সমর" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ডীয় মহাবীর ওয়েলিংটন (ভারতের প্রধান সেনাপতি আর্থর ওয়েলেসলী) এই যুদ্ধে নানা রণক্ষেত্রে ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হন। ১৮০৮ সালে ভিমিরাতে প্রথম যুদ্ধ হয় এবং ১৮১৩ সালে ভিটোরিয়াতে মহাবিজয় লাভ হয়। নেপোলিয়ন ইয়োরোপের মধ্যভাগে ছিলেন; তাঁহার সেনাপতিরাই স্পেনে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধের প্রথম বর্ষে তিনি ইংরাজ, তরস্থ-

* গত ১৪ই অক্টোবর ফিরাসীরা ইহার শত-বার্ষিক স্মরণোৎসব করিয়াছেন।

দিগকে তাড়াইবার জন্য একবার স্পেনে আসেন এবং টুডিলা রণক্ষেত্রে স্পেনীয়দিগকে পরাভব করেন, তাহাতে সেনাপতি মুরের অধীনে ইংরাজ সৈন্য পলাইয়া যায়। যাহাহউক জেনারল মুরের মৃত্যু ব্যতীত তাহাদিগের আর কোনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। অষ্ট্রীয়াতে আবার যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে শুনিয়া নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করেন। অষ্ট্রীয়া মারেঙ্গা এবং অষ্টারলিট যুদ্ধের কলঙ্ক ফরাসী-রক্তে ধৌত করিবার জন্য ৫ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে; সমুদয় দেশবাসী ও সীমান্তবাসী লোক জলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছে। নেপোলিয়ন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মহা বেগে রাইন নদী পার হইয়া একমল নামক স্থানে আর্কডিউক চারল্‌সকে পরাস্ত করিলেন, ভিয়েনা নগর অবরোধ করিলেন এবং চারি বৎসর পূর্ব্বে যে সকল রাজপথে জয়োল্লাস করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আবার সেই সকল পথে সেই ভাবে উপস্থিত! এপ্রিলের ৩য়া হইতে ১২ই—এই ৯ দিনের মধ্যেই এই সমুদয় কার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি তৎপরে ডানিউব নদী পার হইয়া এসপারন নামক স্থানে যুদ্ধ করেন। অষ্ট্রীয়েরা তাঁহার পশ্চাতের সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে তিনি ছয় সপ্তাহকাল সসৈন্যে লোবো নামক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া ১৮০৯ সালের ৫ই জুলাই ওয়াগ্রামে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন। ৪ লক্ষ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত, ভিয়েনার অট্টালিকার ছাদোপরি অসংখ্য পুরুষ ও রমণী দর্শক রূপে উপস্থিত। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ এক পর্ব্বতশিখরে অবস্থান করিয়া যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করিতেছেন। অষ্ট্রীয়দিগের যেমন লোকক্ষয়, তেমনি ঘোরতর পরাজয় হইল। ১৪ই অক্টোবর সোনব্রণ সন্ধি হইল, তাহাতে বিজয়ী নেপোলিয়ন ২০ লক্ষ লোকের বাসভূমি এক রাজ্য অষ্ট্রীয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন।

নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়াকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। হাপ্সবর্গের প্রাচীন রাজবংশের গৌরব ধূলিসাৎ করিয়া ইহার সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ বন্ধনে উৎসুক হইলেন। পরে তাঁহার বিশ্বস্তা ও অনুরাগিণী পত্নী জোজেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রীয় রাজকন্যা মেরিয়া লুইসার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার ঔরসে জোজেফাইনের কোনও সন্তান হয় নাই। হাপ্সবর্গের রাজকুলাঙ্গনার গর্ভে তাঁহার পুত্র হইবে, এই তাঁহার বড় সাধ। এক বৎসর পরে এই সাধ পূর্ণ হইল—১৮১১ সালের ১০ই মার্চ্চ এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। জন্মিবা মাত্র তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন (King of Rome) রোমের রাজা। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্রাট্-পুত্রকে আর রাজত্ব করিতে হইল না। ১৮১৪ সালে তাঁহার পিতার পতনে তিনি অষ্ট্রীয় প্রাসাদে নীত হন ও ১৮৩২ সালে ২১ বৎসর বয়সে সোনব্রণে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অষ্ট্রীয় রাজকন্যার সহিত পরিণয়ের পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়জগতের মহাপ্রভু পোপের সহিত নেপোলিয়নের বিবাদ হয়। তিনি পোপের অধিকৃত রাজ্য সকল ফ্রান্স সাম্রাজ্যভুক্ত করেন, ইহাতে পোপ তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র "বুল" নামক আজ্ঞা প্রচার করিয়া নেপোলিয়নকে ধর্ম্মসমাজচ্যুত করেন। সম্রাট্ গ্রীষ্মকালের এক রাত্রে সৈন্যগণ দ্বারা পোপের রাজপ্রাসাদ ঘেরিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং ১৮১২ সালে ফণ্টেন ব্লোতে রাজবন্দী করিয়া রাখেন।

১৮১১ সালে নেপোলিয়ন্ তাঁহার গৌরবের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেন। এই সময় তাঁহার সাম্রাজ্য ডেনমার্কের সীমা হইতে নেপলস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হলণ্ড, নেপ্‌লস্ এবং ওয়েষ্টফেলিয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের শাসনাধীন। তাঁহার সহোদর জোজেফ মেড্রিড সিংহাসনে অধিরূঢ়। বারণাডট নামে তাঁহার এক সেনাপতি সুইডেনের যুবরাজ বলিয়া মনোনীত। রাইন এবং হেলভেটিক জাতীয় সম্মিলনের রক্ষক হইয়া সমুদায় জর্ম্মণ রাজ্য এবং সুইজায়ল্যাণ্ডের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রুষিয়া এবং অষ্ট্রিয়া তাঁহার পদধূলির ভিখারী এবং রুষিয়া তাঁহার অটল বন্ধু। ইউরোপে এরূপ একাধিপত্য আর কাহার হইয়াছে?

১৮১২ সালে রুষীয় যুদ্ধ যাত্রা তাঁহার পতনের মূল হইল। রুষীয় সম্রাট ব্রিটিষ দ্রব্যজাত আমদানির অনুমতি দেওয়াতে নেপোলিয়ন ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বিস্তুলা ও নিমেন্ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৫ লক্ষাধিক সৈন্য সমবেত করিলেন। রুষীয়েরা ৩ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা স্বদেশের জলবায়ুর উপরে অধিক ভরসা বাঁধিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহারা গ্রাম ও নগর সকল জ্বালাইয়া দিয়া ততই পশ্চাদ্‌গামী হইতে লাগিলেন। ক্রমে শীতপ্রধান ভূভাগের মধ্যে নেপোলিয়নকে আসিয়া পড়িতে হইল। তাঁহার অশ্ব সকল খাদ্যাভাবে মরিতে লাগিল এবং সৈন্য সকল জ্বর ও বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। নেপোলিয়নের হৃদয় তথাপি অটল ও আশাপূর্ণ। ভিয়েনা ও মাড্রিড নগরে যেমন রুষ-রাজধানী সেণ্টপিটের্সবর্গেও তেমনি জয়োল্লাস ধ্বনিতে দেশ প্রতিধ্বনিত করিবেন এই তাঁহার আশা। জুন মাসে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, ১৩ই আগষ্ট এস্মলেন্‌স্ক নগর আক্রমণ করিলেন। অধিবাসীরা পলায়ন করিল। নেপোলিয়ন রুষীয়ার প্রাচীন রাজধানীতেই শীতকালযাপনের মানস করিলেন। কিন্তু পথে কুটুযফ্, নামক রুষীয় সেনাপতি রণক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এক লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য এক এক দিকে এবং উভয়ের তোপ সংখ্যা এক সহস্র। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ চলিল এবং প্রায় ৯০ সহস্র লোক নিহত হইল। রাত্রিযোগে রুষীয় সৈন্য সকল মস্কাউ অভিমুখে সুশৃঙ্খল

ভাবে চলিল। মস্কাউ যাইতে নেপোলিয়নের এক সপ্তাহ বিলম্ব হইল। তথায় গিয়া দেখেন নগর নিস্তব্ধ এবং শূন্য; পক্ষান্তরে প্রতিরাত্রে আগুণ লাগিয়া গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল এবং সমুদয় নগর অগ্নিসমুদ্র হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ন সসৈন্যে তথায় অবস্থিতি করিতে না পারিয়া ক্রেমলিন্ নগরে আসিলেন এবং রুষীয় সম্রাটের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কুপিত জার তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তখন ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করা ভিন্ন নেপোলিয়নের গত্যন্তর রহিল না।

(ক্রমশঃ)

একখানি পত্র।

মাননীয়া শ্রীযুক্তা——বসু

মহাশয়া সমীপেষু।

১

দেবি! সে কি আর নাই?—
যে থাকিলে থাকে ধরা
কল্যাণে মঙ্গলে ভরা;
যার রূপে রবি শশী নিত্য আলো হয়;
যার সুমধুর স্বরে
পাপিয়া পাগল করে,
যার হাসি মাখি ধরা ফুলে ফুলময়?

২

দেবি! সে কি আর নাই?—
সেই যে আরাধ্য ধ্যেয়,
সসীমে অপরিমেয়,
অজর অমররূপী চির নিরুপম,
স্নেহ প্রেম ক্ষোভ রোষে,
সুখ দুঃখ গুণ দোষে,
যে অচল ধ্রুবতারা প্রিয় প্রিয়তম?

৩

দেবি! সে কি আর নাই?—
যার হেতু বসুন্ধরা,
করুণা, বিশ্বাস ভরা,
উদারতা সরলতা ভরা প্রতি বুক;
মরমে যে শক্তি বল,
আশ্রয়, আরামস্থল,
বিপদে অভয় বর—সম্পদে যে সুখ?

৪

দেবি! সে কি আর নাই?—
ক্ষণিক বিরহ যার,
স্তূপীকৃত অন্ধকার,
আতঙ্ক আশঙ্কা রহে হৃদয়ে জমিয়া;
তখন কেবলি পত্র
(মধুমাখা প্রতি ছত্র!)
সঞ্জীবনী-সুধা হয়ে রাখে বাঁচাইয়া।

৫

দেবি! সে কি আর নাই?—
যে মিলনে—কাঙালিনী,
মনে মনে "রাজরাণী"
দর্পে গর্ব্বে ছোটে প্রাণে আনন্দ-তুফান;
আদর সোহাগে যার,
স্বর্গ মর্ত্য একাকার,
চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধিদাতা যেই ভগবান্?

৬

দেবি! সে কি আর নাই?—
উহহু! অসহ্য গালি,
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া খালি,
সেই যদি গেছে চলি আছে কি জীবন?
আছে কি আকাশে রবি,
গ্রহ উপগ্রহ সবি,
আছে কি মানব, আগে আছিল যেমন?

৭

দেবি! সে কি আর নাই?—
সে গেলে কি কান্নাহাসি,
আছে আজো পাশাপাশি,
বসন্ত আসিবে ফিরে শীত অবসানে;
সে গেলে কি ধর্ম্ম পুণ্য
হয় না বসুধা শূন্য,
পুনঃ বঙ্গ জাগে "বন্দে মাতরম্" তানে?

৮

দেবি! সে কি আর নাই?—
সে গেলে কি বসুন্ধরা,
হয় না শ্মশানে ভরা,
রাশি রাশি মৃত দেহ থাকে না পড়িয়া;
সে গেলে কি জলনিধি,
সরোষে আস্ফালি হৃদি,
সমগ্র পৃথিবী খানি ফেলে না গিলিয়া?

৯

দেবি! সে কি আর নাই?—
কে বলেছে হেন কথা,
কে দিয়েছে এত ব্যথা,
কে করেছে অভিশপ্ত সমস্ত ভুবন?
তাহা দেবি! কভু নয়,
প্রেমে আছে প্রেমময়!—
সূত্রে মণিগাঁথা, বিশ্বে বিধাতা যেমন।

১০

আগে ছিল এক ঠাঁই,
এখন তেমন নাই,
দেখি চেয়ে আছে আজি দেবতার মত;
অতিকাছে—অতিদূরে,
মরত স্বরগ যুড়ে,
আছে সে পরাণ পুরে, নীরবে নিয়ত।

১১

আছে ধ্যানে আছে জ্ঞানে,
আছে স্নেহ অভিমানে,
আনন্দ বিষাদে আছে, দেখ চেয়ে তাই;
সর্ব্বে সর্ব্বময় রূপ,
অপরূপ! অপরূপ!
কে দিয়েছে পোড়া গালি জগতে
সে নাই!

১৩১৩ } আপনারই
২৯শে ভাদ্র। } শ্রীমা—

জাপানের নারীসমাজ।

জাপান শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অজ্ঞান্য ক্ষেত্রে ক্ষিপ্রোন্নতি লাভ করিয়াছে, আবার চীন-জাপ ও রুষ-জাপ মহাযুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছে। এই উন্নতি এক দিনে হয় নাই। ইহার বীজ বপন

অনেক দিন হইয়াছে, এখন কেবল তাহার ফল প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে।

মহানুভব নেপোলিয়ন বলিয়াছেন—"The future destinies of the child are the work of the mother." সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-গঠন মাতার হস্তে।

জাপানের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায় তাহাদিগের মধ্যে নরনারীর সমান অধিকার ছিল। সাম্রাজ্ঞী ও রাজকুমারীরা মৃগয়া করিতেন এবং অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন। ইঁহারা সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেন এবং দেশ জয় করিতেন। ইঁহাদের রচিত পুস্তক সকল আছে। ধর্ম্মশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষার সার ছিল এবং দেবভক্তি, চরিত্রের বিশুদ্ধতা, বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তি স্ত্রীলোকের ভূষণ ছিল। এই গুণগুলি জাপানী স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবসঙ্গত ও অস্থি-মজ্জাগত।

যে সময় কিনমী জাপানের সম্রাট্, সেই সময় চীন ও কোরিয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশে প্রবেশ করে। চীন-নীতিজ্ঞ কংফুসের ধর্ম্ম অনেক পরে আসে। সাম্রাজ্ঞী জিঙ্গো নেত্রী হইয়া যখন কোরিয়া আক্রমণ করেন, তখন তথা হইতে এই ধর্ম্ম আনীত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম শান্তভাব এবং কংফুসের ধর্ম্ম পিতৃভক্তি ও আনুগত্য ভাব শিক্ষা দেয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মতে স্ত্রীজাতি পাপিনী এবং কংফুসের মতে স্ত্রীজন্ম নীচজন্ম। এই দুইটী ধর্ম্মের প্রভাবে জাপানের স্ত্রীজাতির পদ ও অবস্থা অনেক পরিমাণে হীন হইয়া পড়ে, জ্ঞানশিক্ষা ও কার্য্যতৎপরতা স্ত্রীলোকের পক্ষে গুণ না হইয়া দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কুসংস্কার সাধারণের মধ্যে এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের বিদ্যা ও গুণ যতদূর সাধ্য গোপন করিয়া রাখিতেন।

মুরাসাকিসিকিবু নাম্নী এক বিদুষী রমণীর জাপানী ও চীন ভাষায় এবং বৌদ্ধধর্ম্মে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তিনি সমুদয় স্ত্রীশোভন গুণের আধার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তিনি অনেক গ্রন্থও লিখিয়া যান। কিন্তু তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, আপনাকে মূর্খা বলিয়া জানাইতেন। সাম্রাজ্ঞী কোমী ও আরও অনেক জাপানী নারী বিদ্যাবতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অজ্ঞতার ভান করিতেন। ক্রমে জাপানী রমণীদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা বিলুপ্ত হয় এবং গৃহকর্ম্ম, সেলাই, বস্ত্রবয়ন, রং করা, ভেট দ্রব্য পছন্দ করা ও ঘরসাজান ইত্যাদিই স্ত্রীবিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীলোকেরা নৃত্য, গীত এবং বাদ্যও শিক্ষা করিতেন। মাতা ও মাতামহী পিতামহীরা এই সকল বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

জাপানে যখন প্রাচীন (Feudalism) শাসন প্রথা ছিল, তখন স্ত্রীজাতির মধ্যে সামরিক ও বণিক্ এই দুই শ্রেণী ছিল। সামরিক শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিতেন। প্রত্যেক নারী গৃহের বাহিরে যাইবার সময় "কৈকেন" নামে নয়

বুরুল লম্বা ছোরা সঙ্গে লইয়া যাইতেন, আত্মসম্মান রক্ষার্থে অন্য উপায় না পাইলে তাঁহারা সেই অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করিতেন। সতীত্ব জাপানী নারীদিগের বড় প্রিয় ছিল। তাঁহারা সন্তানদিগকে সাহস শিক্ষা দিতেন এবং নিজের মান ও স্বামীর মান রক্ষার্থ সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেন। চাপল্য ও অবিশ্বাসিতা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন জাপানী ইতিহাসে মাতৃশিক্ষার কত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে! নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ইহার অভাব ছিল না। দুঃখের বিষয় ভারতের ন্যায় জাপানেও স্ত্রীজাতির শিক্ষাবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামাজিক অবস্থারও অবনতি ঘটে।

মধ্যযুগে বাইবারায়িকিকেন নামক এক বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা স্ত্রীলোকদিগের নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে শিক্ষা এই :—(১) বাধ্যতা ৩টী—শ্বশুর, স্বামী ও পুত্রের প্রতি; (২) ব্যবহার ৪টী—হৃদয় পবিত্র হইবে ও কোমল হইবে; বাক্য মিথ্যা, অসঙ্গত ও অনাবশ্যক হইবে না; চেহারা পরিষ্কার ও সুন্দর রাখিতে হইবে; (৩) দোষ ৫টী—নম্রতার অভাব, কোপন স্বভাব, পরনিন্দা, হিংসা ও অজ্ঞতা, এ সকল পরিত্যাজ্য।

জাপানে অনেক দিন গৃহশিক্ষাই প্রচলিত ছিল এবং ভদ্রলোকের গৃহে প্রধানতঃ প্রবীণা স্ত্রীলোকেরা বালিকা-দিগকে উল্লিখিত বিষয় সকল শিক্ষা দিত। ক্রমে জাপানী সাহিত্য ও চীনভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। পাছে মেয়ে অহঙ্কারী ও বাচাল হইয়া স্বামীর অপ্রিয় হয়, এই ভয়ে পিতা মাতা বালিকার শিক্ষার স্পৃহা দমন করিতেন। উচ্চশ্রেণীর বালিকারা বাড়ীতে শিক্ষকের কাছে চিঠিপত্র লেখা, কবিতা রচনা, গান বাদ্য, ফুল সাজান ও চা তৈয়ার করিবার প্রণালী শিখিত। মাতারা নীতি শিক্ষা দিতেন। মধ্যম ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সেলাই শিক্ষা চাইই চাই। প্রথমে নিম্নশ্রেণীর বালিকারা পাঠশালায় যাইত এবং লেখা, পড়া, গণনা, নীতি ও কবিতা শিক্ষা করিত। পরে উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে ও সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হয় এবং তাঁহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বালিকা-বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হয়।

(ক্রমশঃ)

লেডী কাম্বেল ব্যানারম্যান।

আমাদের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যুতে পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে যে সহস্র সহস্র শোক-লিপি তাঁহার সান্ত্বনার জন্য প্রেরিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? রাজা ৭ম এডওয়ার্ড এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া রাজমন্ত্রীর প্রতি গভীর সহানুভূতি

প্রকাশ করিয়াছেন, রাজ্ঞী আলেক্জাণ্ড্রাও সেইরূপ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কোনও রাজা রাণী প্রজার অন্ত্যেষ্টির অনুযাত্রী হন না, রাজা এডওয়ার্ড সে নিয়মভঙ্গ করিয়া বিশেষ সমবেদনার পরিচয় দিয়াছেন। পরলোকগতা মহিলার পিতা মাতা উভয়েই সম্ভ্রান্তবংশীয়। তাঁহার পিতা সার বার্ণস ক্রস মেজর জেনারল এবং কিছুকাল পোর্টস্‌মাউথের গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার মাতা আর্গাইলের জেম্‌স ফর্বসের কন্যা। ১৮৬০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনের "অল সোল্‌স" গির্জায় সার হেনরী কাম্বেল ব্যানারম্যানের সহিত তাঁহার বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তখন বরের বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। তাঁহাদের গৃহ বিশেষ সুখপূর্ণ ছিল। গ্রসভিনর স্কোয়ার ও বেলমণ্টে বৎসরের পর বৎসর ব্যানারম্যান-পরিবার প্রতিবেশী ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৃত্যগীত ও ভোজোৎসব করিতেন। লেডী ব্যানারম্যান যেরূপ বুদ্ধিমতী ও সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন, সভ্য দেশেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। গুরুতর বিষয় আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। তিনি স্বামীর যেমন সহধর্ম্মিণী, সেইরূপ সহকর্ম্মিণী ছিলেন। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের গুরুতর সমস্যা সকল স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া আলোচনা ও মীমাংসা করিতেন। প্রধান রাজমন্ত্রী গত ৩১এ আগষ্ট ৭১ বৎসরে পড়িয়াছেন। তিনি এখন সর্ব্বজনপ্রিয়, বিশেষতঃ ইংলণ্ডরাজের অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আমরা আশা করি তিনি ঈশ্বরের নামে গুণবতী পত্নীর বিয়োগশোক অতিক্রম করিবেন এবং আপনার মহৎপ্রাণের সমুদায় অনুরাগ উৎসাহ আপনার পদোচিত কর্ত্তব্যসাধনে ঢালিয়া দিয়া ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের গৌরব বর্দ্ধনে সমর্থ হইবেন।

নানাবিধ রঙ।

(১) পোকা হইতে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট রঙ প্রস্তুত হয়। (coehineal) এই জাতীয় কীটের রসে লাল, ঘোরাল লাল, উজ্জ্বল লাল ও ধূমল রঙের হ্রদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) কতল জাতীয় মৎস্য হইতে এক প্রকার ঘন কালী পাওয়া যায়। এই জন্তুর এমন আশ্চর্য্য স্বভাব, জলমধ্যে যখন কোনও হিংস্র জন্তু ইহাকে আক্রমণ করিতে আসে, তখন ইহার আপনার শরীর হইতে একপ্রকার কালী বাহির করিয়া জল কালীময় করিয়া দেয়। শিকারী জন্তু কতলকে দেখিতে পায় না, সে তখন পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে।

(৩) ভারতীয় পীত রং উষ্ট্র হইতে পাওয়া যায়।

(৪) হস্তিদন্তের গুঁড়াতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ রং প্রস্তুত হয়।

(৫) অতি সুন্দর নীল রং (prussian blue) ঘোড়ার ক্ষুর এবং অন্যান্য পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ (Potassium carbonate) পোটাসিয়ম কারবনেটের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৈয়ার হয়। ইহা প্রথমে আকস্মিক ঘটনাক্রমে পাওয়া গিয়াছিল।

(৬) বৃক্ষের শিকড়, ছাল এবং আটা হইতে অনেক প্রকার রঙ্গের হৃদ উৎপন্ন হইয়াছে।

(৭) নীল কৃষ্ণ রং (blue black) দ্রাক্ষালতার কয়লা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

(৮) তেল কালী (lamp black) কতকগুলি তৈলাক্ত বস্তুর ভূষা হইতে প্রস্তুত হয়।

(৯) তুরস্ক লাল (Turkey red) ভারতীয় মাদার বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়।

(১০) শ্যাম দেশের এক প্রকার বৃক্ষের পীত রস হইতে গামবোজ (Gamboge) নামক রং পাওয়া যায়। সেই দেশের লোকেরা নারিকেলের মালায় ঐ রস ধরিয়া থাকে।

(১১) ইটালীর সায়েনা নামক স্থানের নিকটবর্তী মৃত্তিকা হইতে কাঁচা সায়েনা রং হয়।

(১২) আমব্রিয়ার নিকটবর্তী ভূমির মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া আম্বার রং (umber) পাওয়া যায়।

(১৩) কর্পূর দগ্ধ করিয়া ইণ্ডিয়া কালী (India ink) প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর মধ্যে কেবল চীন জাতি এই কালী তৈয়ারের কৌশল জানে। তাহারা কাহারও নিকটে এ রহস্য ভেদ করে না।

(১৪) গ্রীক দ্বীপসমূহে ম্যাসটিক (Mastic) নামে এক বৃক্ষ আছে, তাহার আটায় ম্যাসটিক নামক রং প্রস্তুত হয়।

(১৫) কাষ্ঠের ছাই হইতে বিসটার (Bistire) নামক কালীর ভূষা প্রস্তুত হয়।

(১৬) অলট্রামেরিন (Ultranarin) বাজারে অতি দুর্লভ। মূল্যবান্ (Lapis lazuli) ধাতু হইতে ইহা পাওয়া যায়। ইহার দামের কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

(১৭) চীনা শ্বেত রং (Chinese white) কাঁসা হইতে উৎপন্ন হয়।

(১৮) রসকর্পূর নামক লাল রং এবং দেশী সিন্দুর পারদ হইতে উৎপন্ন।

শোভনা।

তৃতীয় দৃশ্য।

সুন্দর দুর্গশিখর। রাজা সূর্য্যমল।

রাজা। ওঃ! সূচিভেদ্য অন্ধকার,
এই ঘোর আঁধার সাগরে,
প্রিয়ার নিবাস কক্ষ চিনিব কেমনে?
একে গভীরা রজনী,
সুষুপ্তি সাগরে মগ্ন তিমিরা ধরণী;
তায় ঘোর ঘনঘটা,

ক্ষণে ক্ষণে চমকিছে সৌদামিনী ছটা,
বেগে বহি প্রভঞ্জন
দীপাবলী করেছে নির্ব্বাণ।
কোন দিকে কুম্ভমের, কেমনে বুঝিব?
আজ বুঝি আমারই তরে
বসুধা ডুবিয়া গেছে আঁধার সাগরে।
বজ্রধ্বনি জিনি এই জলদ গর্জ্জন
মোরে উপহাসি বুঝি হাসিছে ভীষণ।
নিষ্ঠুর বিধাতঃ!
দিন গণি—মাস গণি
যেই মিলনের আশে
আছিলাম, স্বপ্ন প্রায় এরূপে ভাঙ্গিলে?
প্রেমিকের চির আশা,
প্রাণঢালা ভালবাসা,
নিমেষে কি সকলি ঘুচালে?
জানিতাম কুম্ভরাণা বড় ন্যায়বান্,
ভারতে সর্ব্বত্র পূজ্য দেবতা সমান।
সর্ব্বজন-প্রশংসিত চিতোরাধিপতি,
পালেন কি এইরূপে রাজধর্ম্মনীতি?
ছি ছি! কি লজ্জার কথা,
ন্যায়পরতায় ঢাকা ঘোর কপটতা!
পাণ্ডিত্যের আবরণে বিষম মূর্খতা,
লোকে হায় বুঝিবে কেমনে?
আরে! ক্ষত্র-কুলাঙ্গার!
একি তোর নীচ ব্যবহার?
পবিত্র যে চিতোরের স্বর্ণ সিংহাসন,
রে পামর! তোর যোগ্য নহে কদাচন।
রূপে রমা, গুণে বীণাপাণি,
মীরা বাই আমার ভগিনী,
তোর করে করিয়াছি ভগ্নী সম্প্রদান,
তাই এতক্ষণ তোর দেহে আছে প্রাণ।
নহে কাপুরুষ এত রাঠোর-নন্দন,
প্রাণের প্রিয়ারে যেই করিল হরণ,
তাহার উচিত দণ্ড দিতে করে হেলা।
রাঠোর-শোণিত
যার শিরে হয় প্রবাহিত,
ক্রীড়া-ভূমি রণক্ষেত্র, যুদ্ধ তার খেলা।
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ-স্পৃহা,
উত্তেজিত করিছে হৃদয়,
(সরোষে অসি নিষ্কাশিত করিয়া)
ইচ্ছা হয়,
এই অসি বসাইয়া পাপিষ্ঠের বুকে,
পর-রমণীর প্রতি পশু ব্যবহার,
পশুসম নাশি দিই প্রতিফল তার।
কিন্তু হায়! (অসি কোষবদ্ধ করিয়া)
দূত হস্তে মীরাবাই যবে
পত্র লিখি এ সম্বাদ করিলা জ্ঞাপন,
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি,
গোপনে চিতোরে যেতে করি নিমন্ত্রণ।
বলেছে সে শোভনারে করিবে উদ্ধার,
সে হেতু করিছে কোন কৌশল বিস্তার।
রাঠোর-সন্তান আমি কাপুরুষ-প্রায়,
তাই এই অপমান সহিলাম বসি,
শুধু ভগিনীর তরে।
শুধু তার স্নেহ-অনুরোধে।
রণে নাহি ডরি,
কিন্তু ভয় করি,
আদরিণী মীরাবাই ভগিনী আমার,
সংসারের মমতা-বন্ধন,
প্রাণসম স্নেহের রতন,
পতি-অমঙ্গলে যদি ত্যজে নিজ প্রাণ।
পুষ্পনিভ সুকোমল মন,

লাগে পাছে তার বুকে শোকের বেদন।
তাই প্রতিশোধ আশা—বড় ক্লেশে আজি
জলন্ত রোষের বহ্নি ক'রেছি নির্ব্বাণ।
　　কিন্তু শোভনা,
সে যেরে মোর প্রাণের পুত্তলি,
　　নবনীত স্বকুমার কায়,
　　কি মাধুরী ঝরে স্বষমায়।
নীল ইন্দীবর জিনি নলিনী নয়ন,
শত শশী লাজ পায় হেরে সে বদন।
　　কুঞ্চিত কেশের রাশি,
　　সেই মৃহু মধু হাসি,
সে চলনে, সে গঠনে মরি কি ভঙ্গিমা!
বীণাধ্বনি সম বাণী, কিবা মধুরিমা!
মোহিনী প্রতিমা সেই মানস-নয়নে,
বিভাসিত নিশিদিন প্রেমের কিরণে।
জীবনের সরবস্ব সঁপিয়াছি যায়,
তাহার এ অপমান সহিব কেমনে?
প্রিয়া মম বন্দিনীর বেশে,
কত ক্লেশে যাপিছে জীবন।
পথ পানে চেয়ে,
আছে বুঝি আমার আশয়ে।
প্রতীকার যদি নাহি করি,
সে আমারে
ভীরু কাপুরুষ বলি ভাবিবে অন্তরে।
না না, নিশ্চিত করিব রণ,
নিশি অবসানে
প্রেরিব অনেক দূত রাণার সদন।
হয় শোভারে আমার
সসম্মানে মুক্ত করি করিবে প্রেরণ,
নহে অনিবার্য্য রণ।
একি! এ তক্ষণে মেঘমুক্ত হইল গগন,
নিকর তারকারাজি জ্বলিছে বিমানে,
ফুটিয়াছে যেন
অসংখ্য হীরার ফুল আকাশ উদ্যানে।
ওই সেই কুম্ভমেরু, ওকি! দেখা যায়
দীপরশ্মি? কার কক্ষ করে উজলিত?
ওকি সেই কক্ষ? হায় যেথা
আমার হৃদয়-রাণী আছেন শায়িতা?
মুক্ত বাতায়নে
এত দূরে নৈশদীপ আলোক প্রদানে।
নিশ্চয় প্রিয়ার কক্ষ, নহিলে এমন
পুলকে হৃদয় কেন কম্পে ঘনে ঘন?
দেখি-দীপ-শিখা
আমার অন্তরে কেন আশা দেয় দেখা?
প্রেয়সীর কক্ষ-দীপ, তাই
হেন মনে লয়,
স্ববাসিত স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রফুল্লতাময়।
যেমতি এ আঁধার সাগরে
এই জ্যোতি ধ্রুবতারা আজিরে আমার,
তেমতি আঁধার এই হৃদয় আগারে
রাজে প্রাণেশ্বরী!
শত রবি উজলি মুরতি তোমার।
জাগিয়া আছ কি প্রিয়ে! আমার মতন,
আছ কি নিশীথে হেন চিন্তায় মগন?
বুঝি ওই উচ্চতর স্থানে
নৈশ দীপ রেখেছ জ্বালায়ে
আমারে দেখাতে নিদর্শন?
এখনো কি স্বর্গ্যমল্ তরে
স্থান তব রেখেছ' অন্তরে?
কিন্তু, হয়োনা ব্যাকুলা আর,
অচিরে তোমার ক্লেশ করিয়া মোচন,
সানন্দে লইব হৃদে হৃদয়-রতন।

যাই দেখি,
শোভার উদ্ধার হেতু কিবা সদুপায়,
যাঁরা আজি লিখেছে আমায়।
বুঝি সেই মত,
কর্ত্তব্য করিব নির্দ্ধারণ,
নিশিও প্রভাত প্রায় হয়েছে এখন।

প্রস্থান।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী।

স্বর্গীয়া গিরিজাকুমারী দেবী।

পরলোকগত গিরিজা দেবীর জীবনের এক অংশ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, আর এক অংশ অদ্য বর্ণিত হইতেছে। ভারত-নারীগণ ঈশ্বরদত্ত শক্তিবলে সমাজ ও গৃহেদেবতা সদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে কতদূর সক্ষম, প্রিয়তমা ভগ্নী গিরিজা দেবীর এই ক্ষুদ্র জীবনীতে তাহাই প্রদর্শন করা আমার এক মাত্র উদ্দেশ্য।

এই জীবনী লিখিতে লিখিতে সেই বিখ্যাত কবিতা স্মরণে আসিল :—

"কত শত মণি, পরিপূর্ণ খনি,
কে তার সন্ধান লয় ?"

বালিগঞ্জস্থিত "বঙ্গ মহিলা" বিদ্যালয় Miss Acroyd (বিবী বিভারিজ) বিবাহিত হইবার পরে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের স্থল পূর্ণ করে। এই বিদ্যালয়টী দুই একটী নারীহিতৈষী মহাত্মার সম্পূর্ণ অর্থসাহায্য ও প্রাণপণ যত্নে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে সধবা, বিধবা ও বালিকা ছাত্রী ভাবে গৃহীত হইবার পক্ষে বাধা ছিল না। অধ্যাপনা-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। স্বর্গীয় অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য শরীর মনের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বৃত্তিধারিণী ছাত্রীগণ এই নিয়মবদ্ধ থাকিতেন যে, স্কুল কমিটীর নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে কেহ স্কুল ত্যাগ করিলে বৃত্তির সমুদায় টাকা প্রত্যর্পণ-পূর্ব্বক দুঃস্থ অন্য একটী ছাত্রীর শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিবেন। স্বর্গীয়া গিরিজা দেবী এ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া "training teacher" ভাবে অধিক বয়সে বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত প্রাণ মন দিয়া আপনাকে এ মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। একবার স্কুলে অবস্থান সময়ে পীড়িত হইয়া আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীশও প্লীহাদি কঠিন রোগে একান্ত কাতর হইয়া কলিকাতার বাটীতে ছিল। গিরিজা দেবীকে আমার রুগ্ন ভ্রাতা অত্যন্ত ভালবাসিত। গভীর রাত্রিতে সেই রুগ্ন শরীরেও যতীশ গিরিজা দেবীকে গণিত শিক্ষা দিত। আমি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতাম। গিরিজা

দেবী বলিতেন "আহা! যতীশ এমন সুন্দর ভাবে গণিত শিক্ষা দেয় যে উঠিতে ইচ্ছা হয় না।" গিরিজা দেবী ১৮৭৭ সালের জুন মাসে বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিণীতা হন। এই বিবাহ আমাদের ১১নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই পারিবারিক গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয়। মাতৃহীন সপত্নী-সন্তানের মাতৃস্থানীয়া হইতে গেলে কত অমানুষিক ধৈর্য্য, ও সুবিবেচনার প্রয়োজন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয়া গিরিজা দেবীর প্রকৃতিতে এই গুণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। মাতৃভাব তাঁহার প্রকৃতি হইতে ফুটিয়া বাহির হইত। এই গুণের প্রভাবেই তিনি সপত্নী-সন্তানগণের হৃদয়ে মাতার ন্যায় স্নেহের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি আদর্শ বিমাতা ছিলেন। কিরূপে সপত্নী-সন্তানগণের স্নেহাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে সর্ব্বদা মন খুলিয়া আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ৯টী সন্তানের জননী হইয়াও রীতিমত সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা ইন্দুবালার জন্ম-বার্ত্তা শ্রবণে আমি দেখিতে গেলাম। কি দেখিলাম? তিনি ১০ দিনের কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে শয্যাসম্মুখে বসাইয়া শিক্ষা দিতেছেন। এরূপ কঠোর শ্রমে স্বাস্থ্য চিরকালের মত ভগ্ন হইবে বলিয়া আমি তাঁহাকে বিস্তর ভয় প্রদর্শন করিলাম। এই কার্য্য ব্যতীত বিধবাশ্রমের এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির মেয়েকে সুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহাকে যে অসামান্য ত্যাগস্বীকার ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়।

গিরিজা দেবী স্বামীর কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। হিতকর সকল কার্য্যে তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। ইনি ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল বিষয়ে আপনার স্বাধীন মত বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ও মহত্ত্ব লক্ষ্য করিতে অনেক সময় লাগিত না—প্রতি কথা ও কার্য্যে তাহা প্রকাশ পাইত।

১৮৭৭ অব্দে ভারতহিতৈষিণী কুমারী কার্পেন্টার পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্মৃতি সংস্থাপন উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ অব্দের জুলাই মাসে বঙ্গমহিলাগণের যে সভা আহূত হয়, গিরিজা দেবী তাহাতে মুক্তহস্তে অর্থ দান করেন। তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য ও উদারতার এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে। (ক্রমশঃ)

রক্ত সঞ্চালন।



মানবশরীরে কিরূপে রক্ত সঞ্চালন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ অনেক দিন হইল বামাবোধিনীতে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা একটী নূতন ছবি দিয়া সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে তৎসম্বন্ধে কএকটী কথা বলিতেছি।

যে উপাদান দ্বারা মানব-দেহ গঠিত, রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়, তাহা রক্ত। এই রক্ত উৎপাদনের ও সমগ্র দেহের অভ্যন্তরে তাহার সঞ্চালনের আশ্চর্য্য কৌশল দেখিলে বিশ্ববিধাতার অদ্ভুত জ্ঞান, শক্তি ও করুণার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। যথার্থই তিনি দেহযন্ত্রের যন্ত্রী হইয়া ইহার কার্য্য নিয়তই চালাইতেছেন। আমরা জাগি আর ঘুমাই, কাজ করি বা অলস থাকি, রক্ত সঞ্চালন কার্য্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অবিরত চলিতেছে—যখন তাহা বন্ধ হয়, তখন মৃত্যু অনিবার্য্য।

আমরা যে সকল বস্তু আহার করি, তাহা পাকযন্ত্রে পরিপাক হয়। ইহার সার ভাগ দুগ্ধবৎ হইয়া সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলতর শিরার মধ্য দিয়া হৃদয়যন্ত্রের দক্ষিণ দিকস্থ গহ্বরে নীত হইয়া থাকে। সেই গহ্বরটী অশোধিত রক্তের জমিবার স্থান। তাহার উপর ও নিম্নতল আছে, মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ৩টী ঢাকুনি আছে। উপর থাক হইতে রক্ত নিম্ন থাকে আস্তে আস্তে যায়; যাহা যায়, তাহা আর ফিরিতে পারে না। হৃদয় যন্ত্রের আর দুইটী থাক বাম দিকে আছে, তাহা সংশোধিত রক্ত সঞ্চয়ের স্থান। দক্ষিণ হৃদয়ের অশোধিত ও বিকৃত রক্ত কৃষ্ণবর্ণ, তাহা সংশোধিত হইয়া গাঢ় রক্তবর্ণ হয় এবং হৃদয়ের বামভাগে গিয়া জমে। যে কৌশলে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাও অদ্ভুত। বাহির হইতে শরীরে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালন জন্য আমাদের বক্ষ-গহ্বরে শ্বাসযন্ত্র আছে। আমরা প্রথমে নাসিকা দ্বারা বায়ু নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, তাহা কণ্ঠনালী দ্বারা বক্ষঃস্থল-ব্যাপ্ত ফুস্ফুসে প্রবেশ করে। এই বায়ুর সহিত হৃদয়স্থ রক্তের যোগ হইয়া তাহার অবিশুদ্ধ অংশ প্রশ্বাসরূপে বাহির হইয়া যায়। বিশোধিত রক্ত একটী ধমনী দ্বারা প্রথমতঃ হৃদয়ের বাম দিকস্থ উপরের প্রকোষ্ঠে পরে নীচের প্রকোষ্ঠে যায়। নীচের প্রকোষ্ঠের সহিত উপরের প্রকোষ্ঠের যোগাযোগ আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দুইটী ঢাকুনী আছে, যে রক্ত উপর হইতে নিম্নের প্রকোষ্ঠে যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসিতে পারে না।

রক্ত সঞ্চালনের দুইটী চক্রাবর্ত্ত গতি—একটী হৃদয়যন্ত্রের প্রকোষ্ঠ সকলের মধ্যে, আর একটী হৃদয়যন্ত্র হইতে রক্ত প্রবাহ সমুদয় দেহের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া আবার হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়। কলিকাতা সহরে জল যোগাইবার যেরূপ কৌশল, সমুদায় শরীরে রক্ত যোগাইবার সেইরূপ কৌশল দেখা যায়। জল প্রথমে একটী কল-ঘরে সংশোধিত হইয়া এক জলাশয়ে সঞ্চিত হয়, তথা হইতে প্রথম বড়, পরে ছোট এবং ক্রমে আরও ছোট পাইপ বা নল দ্বারা প্রথমে বড় রাস্তা, পরে সঙ্কীর্ণ রাস্তা এবং ক্রমে গলি ঘুঁচি প্রভৃতি দিয়া গৃহে গৃহে উপস্থিত হয়। শ্বাসযন্ত্রের সাহায্যে সংশোধিত রক্ত সেইরূপ হৃদয়ের বাম দিকের রক্তাশয়ে জমে, তথা হইতে বড়—ক্রমে ছোট ছোট—অবশেষে কেশের

ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালীর দ্বারা সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু যে প্রণালীতে রক্ত হৃদয়যন্ত্রে ফিরিয়া আসে, তাহার ব্যবস্থা ইহার ঠিক্ বিপরীত। দূষিত রক্ত প্রথমতঃ কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলে পরে স্থূল হইতে স্থূলতর নলে সঞ্চারিত হইয়া অবশেষে হৃদয়ের দক্ষিণ গহ্বরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ গতি অবিশ্রান্ত চলিতেছে। উপরিস্থিত ছবিতে রক্ত সঞ্চালনের প্রণালী সকল অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে কাল রক্ত অবিশুদ্ধ ও তাহার প্রণালী সকলের নাম শিরা এবং লাল রক্ত বিশুদ্ধ ও তাহার প্রণালী সকলের নাম ধমনী।

নূতন সংবাদ।

১। সার আণ্ড্রু ফ্রেজার বঙ্গের শাসনভার পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

২। লেডী মিণ্টোর ধাত্রী ফণ্ডে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যুবরাজ এই ফণ্ডে ৫০ হাজার টাকা দিবেন।

৩। বর্দ্ধমানের রাজাধিরাজ ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া নবেম্বরে স্বদেশযাত্রা করিবেন।

৪। বরদার যুবকুমার স্কটলণ্ড ভ্রমণে গিয়াছেন, তিনিও সস্ত্রীক দেশে শীঘ্র ফিরিবেন।

৫। আগামী ৭ই জানুয়ারি কাবুলের আমীর আগ্রায় আসিবেন। তথায় ৬ দিন দরবার হইবে।

৬। বোম্বাইয়ের জৈনসমিতি ভারতীয় সমুদায় রাজারাজড়ার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন যে, শারদীয় পূজা উপলক্ষে সকলে বলিদান নিষ্ঠুর প্রথা যেন উঠাইয়া দেন। শুভ চেষ্টার ফল আজ হউক, কাল হউক ফলিবেই ফলিবে।

৭। আর্থার বন্দরের প্রসিদ্ধ রুষীয় সেনাপতি ষ্টোসেলের বিচার শেষ হইয়াছে। তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করা হইল।

৮। তুরস্ক সুলতান আবদুল হামিদের দুরারোগ্য পীড়ায় মৃত্যুর সম্ভাবনা। তাঁহার ভ্রাতা যোগ্য লোক ও উদারস্বভাব, কিন্তু সুলতান তাঁহার প্রতি নারাজ। সুলতান ভাল হইতেছেন শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

৯। গত ২৯এ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় যে ভূমিকম্প হয়, বর্দ্ধমান ও এলাহাবাদে তাহা অনুভূত হইয়াছে। কলিকাতায় ১৬ সেকেণ্ড ছিল, অনেক বড় বড় ইমারত ফাটিয়াছে। এই দিন কমিল্লায় বন্যা হইয়া শস্যের মহাক্ষতি হইয়াছে।

১০। গত ২৯এ সেপ্টেম্বর আলাবামায় ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হইয়া মোগিল নগর

জলময় হইয়াছে, তাহাতে ৫০ জন লোক মরিয়াছে ও ৯০ লক্ষ ডলারের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে ; ৯ মাইল রেলপথ জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং ৮ খানি ষ্টিমার জলময় হইয়াছে।

১১। গত সেপ্টেম্বরে পারিসে গ্রীষ্মাতিশয্যে অনেক লোক মরিয়াছে।

১২। তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে সীমা লইয়া যে বিবাদ হইতেছিল, তাহা আপোষে মিটিয়াছে।

১৩। ৩০শে "আশ্বিন রাখিবন্ধন ও অরন্ধন" অনুষ্ঠান বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মহোৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বাঙ্গালীদিগের উদ্‌যোগে ভারতীয় অন্যান্য জাতি এই অনুষ্ঠানে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়াছেন।

১৪। সারাঘাটে গঙ্গার উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

১৫। আগামী কংগ্রেসের সময় শিল্প-প্রদর্শনী ক্ষেত্রে রমণীদিগের একটী বিভাগ থাকিবে ; বিবি আলেন ও শ্রীমতী পি, এন বসু এই বিভাগের সম্পাদিকা হইয়াছেন। আমরা আশা করি ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে রমণী-নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট শিল্পজাত সকল প্রেরিত হইবে।

১৬। একখানি ওয়েল্‌স পত্রে প্রকাশ এক ক্ষুদ্র বালিকা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন ক্ষুধিত দরিদ্রকে রুটী মাখম দেয়। এখন সেই দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হইয়া বালিকাটিকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছেন। বালিকাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দাতা ও দানীর উভয়ে ধন্য।

১৭। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিচ নগরে ১৬ বর্ষের অধিক প্রত্যেক ব্যক্তিকে বার্ষিক ৩৭ সেণ্ট করিয়া কর দিতে হয়। ইহাতে লক্ষ ডলার মুদ্রা জমে এবং তাহা ৪০ জন ডাক্তার সমান অংশে ভাগ করিয়া লন। তাঁহারা সকল নগরবাসীর চিকিৎসা করিতে বাধ্য।

১৮। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ভারতব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন।

বামারচনা।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

আজি যেন উদ্ভাসিত
নব প্রেমে, এ ধরণী ;
কি কুটিরে, কি প্রাসাদে,
উঠিছে আনন্দধ্বনি।

মঙ্গল, কল্যাণ-গীতি,
উঠিতেছে ঘরে ঘরে,
ভগিনী পরাবে ফোঁটা
ভাইরে, হরষভ'রে।

উদ্বেলিত হৃদয়ের
উচ্ছ্বসিত শত ধারা,
ছুটেছে আকুল হর্ষে
স্বদেশে—প্রবাসে তারা।
ভগিনীর পূত স্নেহ—
হৃদয়ের প্রতি স্তরে,
জাগিয়া উঠেছে যেন
আকুল উচ্ছ্বাস ভরে।

ভারতের এই দিন
সুপবিত্র, নিরমল।
ভাই বোনে এই স্নেহ
থাক্ চির অচঞ্চল।
সীমা ছাড়ি, গণ্ডী ছাড়ি
জাতীয় জীবন-সাথে,
ছুটুক অনন্ত মুখে
এ প্রেম অনন্ত পথে।

সরলা দত্ত।

গোলাপ।

আমি লো গোলাপ তোরে বড় ভালবাসি,
তাই তোরে হেরিবারে নিতি নিতি আসি।
আদরিণী গোলাপ লো মোর,
কেন হেন দীনবেশ তোর? ১
চেয়ে দেখ উদ্যানেতে আছে যত ফুল,
সকলেই হাসিতেছে হইয়া আকুল—
কি বিষাদে বিষাদিনী,
প্রকাশে বল না ধনি!
হতেছে পরাণ মোর বড়ই ব্যাকুল,
কহ লো একটী কথা হয়ে অনুকূল। ২
আমি লো গোলাপ! তোরে বড় ভালবাসি,
তাই তব তোড়া বাঁধি সদা থাকি বসি,
কিন্তু ওলো গরবিনি!
কহ না একটী বাণী—
কহ না একটী কথা করে সম্ভাষণ,
এমন নিষ্ঠুর আমি দেখিনি কখন। ৩
গোলাপ তোমার প্রাণ বড়ই কঠিন,
আমি লো তোমায় ধনি!
সঁপেছি পরাণ খানি,
যে দিন দেখেছি তোমা প্রথম সে দিন।
তুমি তার বিনিময়ে
আপন কণ্টক দিয়ে
ফুটাও হৃদয়ে কাঁটা ধরিলে চাপিয়া
বুকেতে যতন করে দুটী বাহু দিয়া। ৪
অপরূপ লীলা তব বুঝিনাক ভাই,
আমায় ফেলিয়া রেখে
ভ্রমর আসিলে, তাকে
ধর রে হৃদয়ে তাহে যতনে সদাই।
সে নহে প্রেমিক জন,
চাহে না তোমার মন,
সে ত শুধু আসিয়াই মধু লুটে খায়,
তবু ও কোমল কোলে দেও রে আশ্রয়। ৫

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী বিমলাবালা মিত্র।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. God has His laws written in our heart. We are counted just if we obey them and sinful if we disobey them.

2. Those that judge are without excuse. When we condemn others for their wrong deeds, we are self-condemned if we do the same.

3. God for His goodness and long-suffering forbearance does not chastise us as soon as we commit a wrong. But He sees and registers all our wicked deeds. He waits to see whether we come to repentance. If our heart is hard and impenitent, He reveals His judgment which was delayed long owing to His goodness.

4. Those that know best God's nature and attributes and do His will are the first to obtain reward, but if they violate His will, they are the first to be punished. The most ignorant are the last to receive reward or punishment for their good or evil deeds.

5. Like the judges and critics of mankind the teachers of religion and morality should be particularly careful about the Judgment of God. He that teaches others must teach himself first and the proverb is applicable to the treatment of both the body and the soul "Physician, heal thyself."

The anniversary of the Rakhi-Bandhan ceremony was celebrated on the 16th September (30th Asvin) last with great enthusiasm not only in all parts of Bengal but also in all parts of India where even a handful of Bengalees happened to be as settlers or visitors. It was a pleasant spectacle to see how other Indian brethren heartily joined the Bengalees in putting on the Rakhi bond and taking Svadesi vows.

LORD MINTO received the all India deputation of the Mahomedans and answered their memorial like a true statesman.

Sir Andrew Frasar has resumed his duties as Lieutenant Governor of Bengal.

Dadabhi Nowraji, we are glad to understand, will return to India in December next. He is likely to preside at the next Indian National Congress.

LADY CAMPBELL-BANNERMAN :—We give in our Vernacular columns a short sketch of the life of the late lamented wife of our Premier. The following estimate of her character appears in an English Journal ;—

"Lady Campbell-bannerman was not a woman to thrust her personality upon the multitude, and she never achieved or wished to achieve the popular familiarity which came to the wife of the late Mr. Gladstone. But it is no secret, that Sir Henry placed a high value upon her advice and guidance, and there is little doubt that her share in moulding her husband's destiny has been considerable. The Prime Minister sought her opinion in

every problem which he was called upon to solve, and he found in her a helpmate, who combined sweetness of disposition with a real prescience and a practical insight into the heart of affairs."

The Duke of Argylle makes these pertinent remarks :—

"Dr. Johnson has said that whoever would desire to have a polished English style "must give his days and his nights to the pages of Addison." I venture to think that this is nonsense. Hugh Miller's English is quite as good as Addision's and far more full of thought and of charm. It is the brain that makes style in writing, just as it is the brain that makes the harmonies of line and colour in painting and of sound and sense in poetry. In speaking to Hugh Miller, I felt that I was speaking to a born genius, and the roughness of the setting seemed to me only to set off more distinctly the native brilliance of the gem."

The Dacca muslin had erelong a world-wide reputation. A full measure of 10 cubit long *sari* used to pass through the narrowest circumference of a small finger-ring. People cannot easily believe this stern fact, so wretched are we now in our arts and manufactures! The manufacturers having taken to more lucrative pursuits the art of producing so fine threads as the musim was made of has fallen into disuse. A fine specimen of it, though short of the test alluded to above, was exhibited in the last Calcutta Exhibition. But even that, we regret to say, has become a thing of the past, or the following inducements to produce fine threads would not have been held out in public prints from the very seat of the world-renowned manufacture and texture of muslin ;—

"Two prizes named "Sarodasunder Prize of Rs. 15 and Rs. 10 will annually be awarded by Babu Kamakhya Charan Banerji, the well known patriotic doctor of Munshigunge (Dacca), to two women (Hindu or Musalman) of Vikrampur who will be able to produce thread No 60 or up by Charka. The thread will be judged every year during the Puja vacation. The candidate shall have to send her name, address etc. to the name of Kamakhya Babu and shall have to send therewith proof that her thread has been really produced by herself with Charka."

We gladly make room for the above with a view to giving it a wider circulation than it has already secured and hope that the Indian ladies would compete for the prizes, which though very small have an untold good in their train.

The Queen Alexandra has sent the following message to the parents of the late Mrs. Craigie :—"The Queen is desirous of tendering to the parents of the late Mrs. Craigie her deep sympathy with them in their terrible bereavement by the sudden death of their highly-gifted daughter, who has been taken from them in prime of her life and in the height of her fame. The Queen feels specially for the poor young son who lost his beloved mother on the morning of his own birthday."

This is really worthy of the daughter-in-law of Queen Victoria and the present Queen of England.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 520. December, 1906.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৪ বর্ষ। ৫২০ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৩। ডিসেম্বর, ১৯০৬। | ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কংগ্রেস—আগামী বড় দিনের সময় কলিকাতার গড়ের মাঠের দক্ষিণে এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে জাতীয় মহাসমিতির দ্বাবিংশ অধিবেশন হইবে, দাদাভাই নৌরজী সভাপতি হইবেন। ইহার সহিত যে শিল্প-প্রদর্শনী হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন এবং দেশীয় মহারাজা, রাজা প্রভৃতি তাহার ফণ্ডে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগের যে বিশেষ শিল্পপ্রদর্শনী হইবে, তাহার জন্যও বিশেষ আয়োজন হইতেছে। সামাজিক যে সম্মিলন হইবে, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মহিলা ও ব্রাহ্ম-সম্মিলনী প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইবে।

বৎসরান্তে এই জাতীয় মহোৎসবে দেশবাসী সকলে হৃদয় মন প্রাণের সহিত যোগ দিউন, জাতীয় জীবন সংগঠিত হউক।

নারী গৌরব—কুমারী সফিয়া ব্রায়াণ্ট সর্ব্বসম্মতিক্রমে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ সভার সহকারী সভাপতি (Vice-Chairman) মনোনীত হইয়াছেন।

স্ত্রীলোকের এরূপ সম্মাননা এই প্রথম।

পার্লামেণ্ট—গত অক্টোবর মাসে পার্লামেণ্ট পুনরায় খুলিয়াছে। ভারত-হিতৈষী কয়েকটী সাহেব বঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারী মর্লিকে পীড়াপীড়ি করেন, মর্লি বলেন তাহাতে আর কোনও ফল দর্শিবে না।

বঙ্গচ্ছেদরূপ গুরুতর ব্যাপারে বৎসরাবধি ভারতে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। পার্লামেণ্ট ইহার সুবিচার না করিলে ইংরাজ রাজত্বের কলঙ্ক।

পারিসে অরন্ধন—গত ৮ই অক্টোবর পারিসের রুটিওয়ালারা একযোগে রুটির দোকান বন্ধ করাতে সহরের অনেক লোককে উপবাসী থাকিতে হইয়াছে। নগরবাসী অনেকে পূর্ব্বদিন জানিতে পারিয়া রুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল,

তাই রক্ষা। প্যারিসের আইনে সপ্তাহের মধ্যে ভৃত্যদিগকে একাদিক্রমে ২৪ ঘণ্টা বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থা থাকাতে রুটি-ওয়ালাদের ক্ষতি হয়, আইনকর্ত্তাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এই ধর্ম্মঘট।

ধর্ম্মঘট আমাদের দেশে এত ছিল না, এখন ইহা নিত্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে অত্যাচার সহিয়া থাকিত এবং একযোগে কার্য্য করিতে জানিত না। এখন সে সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোনও ক্ষেত্রে অত্যাচারের কারণ না থাকাই আবশ্যক।

ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা—চট্টগ্রামের পোর্টকমিশনরগণ বন্দরের উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে ১০ লক্ষ টাকা লইয়াছেন, তাঁহারা ইতিমধ্যে ২০।৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবার হাত পাতিয়াছেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট আর অধিক সাহায্য দানে অস্বীকৃত।

পূর্ব্বে প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বা সাধারণ কমিটী কোনও প্রস্তাব করিলে ভারতগবর্ণমেণ্ট বিনা আপত্তিতে প্রায় তাহা মঞ্জুর করিতেন। মিণ্টো গবর্ণমেণ্ট তাহার অন্যথা করিয়া আপনাদিগের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছেন। রাঁচী কলেজ কল্পনা ত্যাগ, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পরিবর্ত্তন ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। আরও অনেক বিষয়ে প্রদেশীয় বিভাগের খামখেয়ালী দমনার্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সবল শাসন প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।

সিংহলের মুক্তা ব্যবসায়—সিংহল মুক্তাহরণ কোম্পানী এবার ব্যয় বাদে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন।

কলিকাতা চিত্রশালিকা—গত অক্‌টোবরে মিউসিয়মে দর্শক ৫৮,৮৬০, ইহার মধ্যে ৭১২ ইউরোপীয়, অবশিষ্ট দেশীয়। দৈনিক দর্শকসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

এডিনবর্গে স্বদেশী সভা—১৬ই অক্‌টোবর রাখিবন্ধনের অনুষ্ঠান বিলাতেও হইয়াছে। এডিনবরায় দেশীয় ছাত্রগণ প্রকাশ্য সভা করিয়া বঙ্গচ্ছেদের বিপক্ষে ও স্বদেশী শিল্পের সপক্ষে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আণ্টিসার্কুলার সভার বার্ষিক উৎসব—গত বর্ষের ৪ঠা নবেম্বর এই সভা স্থাপিত হয়, এ বৎসর ৪ঠা ইহার বার্ষিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভার নিম্নস্থ কার্য্যগুলি আশাকর :—

(১) ৭৫টী শাখা সভা স্থাপন।

(২) লক্ষাধিক টাকার দেশী বস্ত্র বিক্রয়ের সহায়তা।

(৩) বঙ্গলক্ষ্মী মিলের অর্দ্ধাধিক অংশ বিক্রয়।

(৪) দুর্ভিক্ষ সাহায্যার্থ প্রথম উদ্যোগ।

(৫) দেশহিতৈষী সমুদায় অনুষ্ঠানে সহায়তা বিধান।

আমেরিকার মাহাত্ম্য—কয়েক বৎসর মাত্র হইল ফিলিপাইনদ্বীপসমূহ আমেরিকার অধীনস্থ হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুযভেল্ট জ্ঞাপন করিয়াছেন যে আগামী বসন্তকালে এই দ্বীপবাসীদিগকে প্রতিনিধি সভা স্থাপনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে।

ইংরাজ অধীনে দেড় শত বৎসরে ভারতবাসিগণ আত্মশাসনক্ষমতা লাভের যোগ্য হইল না। হায়! যত দিন যাইতেছে, ততই তাহারা রাজপুরুষদের চক্ষে অযোগ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে!!!

গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি—পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট পুনা বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষার্থ ৩টী স্থানীয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকে মাসিক ২০্ টাকা বৃত্তিতে ৩ বৎসর তথায় পড়িবেন; পরে ৩০্ টাকা বৃত্তিতে ২ বৎসর পুনা কৃষিকলেজে পড়িতে পারিবেন।

পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের শুভানুষ্ঠানকে ধন্যবাদ। পশ্চিম বঙ্গেও এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। দেশের ধনাঢ্যগণও এ বিষয়ে সহকারী হউন।

বাঙ্গালীর গৌরব—শ্রীমান্ মহেশচন্দ্র সিংহ আমেরিকার পোর্টলাণ্ড কলেজে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে করিতে একটী নূতন বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তজ্জন্য কলেজ হইতে "M. Sc." বিজ্ঞান-পারদর্শী উপাধি পাইয়াছেন।

বঙ্গসন্তানেরা সভ্য দেশে শিক্ষার অধিক সুবিধা ও সহায়তা লাভ করিলে যে প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিতে পারিবেন, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

আনি বেসাণ্ট—সংপ্রতি বোম্বাইয়ে ইনি কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছেন, আবার রাজকোট ভ্রমণে গিয়াছেন।

এই বিদেশীয়া রমণী দেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া ভারতের যে উপকার সাধন করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। ইঁহার স্থাপিত কাশী হিন্দু কলেজ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। নূতন প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়েরও উন্নতি হইতেছে। বিধাতা ইঁহার সাধু চেষ্টার আরও সুফল বিধান করুন।

সিবিল সার্বিস—ভারতসন্তানদিগের মধ্যে ভিদি, রাজন ও পান্নালাল ২য় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শীঘ্র নিয়োগ-পত্র পাইবেন।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। বঙ্গসন্তান কেহই এবার কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

রাঙ্গলার পরীক্ষা লোপ—আগামী বৎসর হইতে এই উচ্চ গণিত শিক্ষার পরীক্ষা আর হইবে না।

কয়েক বৎসরে ভারতবাসীরা গৌরবের সহিত এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই কি পরীক্ষা-লোপের কারণ?

আগ্রা দরবার—লর্ড মিণ্টো ৮ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত আগ্রায় থাকিবেন, কাবুলের আমীর ৯ই ডিসেম্বর আসিবেন। ২০ জন রাজা দরবারে আহূত হইয়াছেন।

আমরা আশা করি এই ঘটনায় কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীরের ন্যায় বর্ত্তমান আমীরের সহিতও গবর্ণমেণ্টের মিত্রতা দৃঢ়ীকৃত হইবে।

আশ্চর্য্য আত্মহত্যা—বেচিলেট-নাম্নী এক দরিদ্রা ফরাসী রমণী স্বামী ও কন্যার উপকারার্থ একশত পাউণ্ড অর্থাৎ জীবন বীমার ১৫০০্ টাকা পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে।

আমরা এই রমণীর পতিপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্যের প্রশংসা করি, কিন্তু কোন কারণেই আত্মহত্যা মহাপাপের অনুমোদন করা যায় না।

কার্পাস চাষ—কোরিয়াতে প্রায় ২২ লক্ষ বিঘা জমীতে অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় কাপাসের চাষ হইয়াছে।

কোরিয়া এখন জাপানের অধীনস্থ,—এই চাষে জাপানী বস্ত্র-শিল্পের অনেক সাহায্য হইবে।

ইংলণ্ডের রাজকুটুম্ব—বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরীর এক সহোদর ডেন্মার্কের রাজা, আর এক সহোদর গ্রীসের রাজা, তাঁহার ভাইপো নরওয়ের রাজা, এবং কন্যা তথাকার রাণী। ইংলণ্ডেশ্বরের ভাগ্নেয়ী রাজকুমারী সফিয়া গ্রীসের রাজপুত্রবধূ এবং আর এক ভাগ্নেয়ী রাউমেনিয়ার রাণী।

সংবাদপত্রের সমিতি—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রিভিউ অব রিভিউস্ সম্পাদক ষ্টেড সাহেব আগামী ডিসেম্বরে সস্ত্রীক ভারতে আসিবেন এবং কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিবেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন ইংলণ্ডীয় এবং ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে লইয়া এক বন্ধুসভা করিবেন।

২৫এই নূতন শুভানুষ্ঠানে অনেক মঙ্গলের আশা আছে।

সর্পদংশনের ঔষধ—"পার ম্যাঙ্গেনেট অব পটাশ" সর্পদষ্ট রোগীর পক্ষে মহৌষধ।

বরফে নগর ধ্বংস—ককেশীয় প্রদেশে কোয়ারেলী নামক নগর বরফ স্রোতে ধ্বংস হইয়াছে, তাহাতে শত শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

দক্ষিণ বঙ্গে দুর্ভিক্ষ—মজিলপুর জয়নগর হিতৈষিণী সভা গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে দুর্ভিক্ষ ফণ্ড খুলিয়া প্রায় ৩ মাস কাল প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক নিঃস্ব লোককে চাউল দান এবং দুঃস্থ পরিবার-দিগকে অল্প মূল্যে চাউল বিক্রয়দ্বারা সাহায্যদান করিতেছেন, তদ্ভিন্ন কয়েকটী দরিদ্র পরিবারকে মাসিক বৃত্তি দিয়াও সাহায্য করিতেছেন। এই কার্য্যে সাহায্য-দাতাদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম ও দাতব্য ধন্যবাদ সহ নিম্নে দেওয়া গেল :—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০০, ব্রাহ্মসমাজকমিটী ৩০০, স্বদেশমণ্ডলী ৯০, মুক্তিফৌজ ৮৫, যুগান্তর দুর্ভিক্ষ ফণ্ড ১৫, বেথুন কলেজ ছাত্রীগণ ২৩, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫, অনারেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু ১০, বাবু ভবনাথ সেন ১০, বাবু নন্দগোপাল দত্ত, ১০, শ্রীমতী হেমলতা রায় ১০, সরসীবালা সিংহ ৫, মিসেস আর এন মুখুজ্জি ৫, সীতাপুরের মেং সি, এন, হাবকুলী (মেং এ চৌধুরী দ্বারা) ২৫, কৃষ্ণনগরকলেজের অধ্যক্ষ বাবু যতিভূষণ ভাদুড়ী ১৫, বেঙ্গলী আফিস ১০০, তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্রদান-সমষ্টি ১২ টাকা। মজিলপুরের জমিদার বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত একমাসকাল প্রতিদিন দেড়মণ করিয়া চাউল দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। আণ্টিসাকুলার সোসাইটী হইতে চাউল ও পুরাতন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।

দুঃখবাদ হইতেই আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে। জীব জন্মিয়া অবধি দুঃখের পর দুঃখই ভোগ করিতেছে এবং শেষে মৃত্যুর অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া কোথায় যে চলিয়া যাইতেছে, তাহার সন্ধান কেহ পাইতেছে না। সংসারে এই দুঃখ ও মৃত্যু আছে বলিয়াই সুখ ও অমৃতের দিকে জীবের দৃষ্টি ফিরিয়াছে

কিসে এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, কিসে মৃত্যুর পরপারে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহারই জন্য মানুষ ব্যাকুল হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রকারগণ এই উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা ক্রমে সেই সকল মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। সম্প্রতি সাঙ্খ্যদর্শনকার কপিল মুনির মতের উল্লেখ করি।

মহর্ষি কপিল বলেন জীব ত্রিবিধ তাপে তাপিত :—১ আধ্যাত্মিক, ২ আধিভৌতিক, ৩ আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপ ধাতুত্রয়ের বৈষম্য নিমিত্ত রোগাদি শারীরিক দুঃখ এবং কাম ক্রোধাদি হেতু ও প্রিয়বস্তুর অদর্শনাদি জন্য যে দুঃখ, তাহা মানস দুঃখ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প ও স্থাবরাদি দ্বারা যে দুঃখ, তাহা আধিভৌতিক, আর যক্ষ, রক্ষ ও গ্রহাদি আবেশ নিবন্ধন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। এই ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহর্ষি কপিল পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নির্ণয় করেন, অর্থাৎ তাঁহার নির্ণীত প্রকৃততত্ত্ব দর্শন হইলে আর সন্তাপের কারণ থাকিবে না।

তিনি যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা বা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এই :—১ মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, ২ মহত্তত্ত্ব, ৩ অহঙ্কার, ৪ শব্দতন্মাত্র, ৫ স্পর্শতন্মাত্র, ৬ রূপতন্মাত্র, ৭ রসতন্মাত্র, ৮ গন্ধতন্মাত্র, ৯ চক্ষু, ১০ শ্রোত্র, ১১ ঘ্রাণ, ১২ রসনা, ১৩ ত্বক্ (এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়), ১৪ বাক্, ১৫ পাণি, ১৬ পাদ, ১৭ পায়ু, ১৮ উপস্থ (এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়), ১৯ মন, (ইহা জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েন্দ্রিয়), ২০ আকাশ, ২১ বায়ু, ২২ অগ্নি, ২৩ জল, ২৪ পৃথিবী (এই ৫টী মহাভূত), ২৫ পুরুষ, (ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন)।

জীব যতদিন এই দেহে অবস্থান করে, ততদিন তাহাকে জরামরণাদি দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু দুঃখভোগ তাহার জীবনের লক্ষ্য নহে। কেননা এই দুঃখ হইতে সে কিসে অব্যাহতি লাভ করিবে, তাহারি সাধনায় সে তৎপর। দুঃখ সে চাহে না। দুঃখ আসিলে কিসে সেই দুঃখ দূর হয়, তাহাই সে চাহে। ক্ষণিক দুঃখ নিবৃত্তিতে ক্ষণিক সুখোদয় তাহার প্রার্থনীয় নহে, অতএব দুঃখনিবৃত্তি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক হওয়া চাই।

সাংখ্যদর্শন মতে এই দুঃখনিবৃত্তির এক মাত্র উপায় জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান। এই জন্যই কপিল পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। যিনি এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন, ব্রহ্মচারী হউন, আর গৃহীই হউন, ভিক্ষু হউন বা আরণ্যকই হউন, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত।

মহর্ষি কপিল যে ২৫টী তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটী—প্রকৃতি ও পুরুষ—আদ্যন্তরহিত, নিত্য ও সৎ। ইংরাজিতে প্রকৃতিকে

matter ও পুরুষকে spirit বলা যাইতে পারে।

প্রকৃতিকে matter বলিলে সাংখ্যের সমস্ত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না। সাংখ্যকারমতে জড়জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিশেষ মূল উপাদান, তাহাই প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত। ইহার আর একটী নাম অব্যক্ত। কোথাও ইহাকে অজা বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতির প্রকৃতি নির্ণয় করিতে না পারিয়া সাংখ্যকার ইহাকে আদ্যন্তরহিত, নিত্য ও সৎ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ইহা বিকার বা পরিণামগ্রস্ত হইয়া ব্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুষ নিত্য, সত্য ও নির্লিপ্ত। তিনি কিছুই সৃষ্টি করেন না বা কিছুতেই পরিণত হন না। তিনি নির্ব্বিকার ও সাক্ষীস্বরূপ। অর্থাৎ প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা; প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ বিষয়ী। প্রকৃতি দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, পুরুষ উদাসীন ও অকর্ত্তারূপে তাহা দর্শন করেন। প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, কিন্তু পুরুষ-নিরপেক্ষ হইয়া কিছুই করিতে পারেন না। তাঁহার যাহা কিছু ঐ পুরুষের ভোগের জন্যই। সৃষ্টিকালে এই প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর মিলিয়া এক হইয়া যান। তাহাতেই সংসারের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়। তখন প্রকৃতির গুণ পুরুষে এবং পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে উপচিত হয়, তাই প্রকৃতিকে তখন চেতনাযুক্ত বলিয়া ভ্রম হয় এবং পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও কর্ত্তৃত্বাভিমানী হয়েন। এই প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানই সাংখ্যমতে মুক্তি। বেদান্তদর্শন এই প্রকৃতিকে অবিদ্যা ও মায়া আখ্যা দিয়াছেন। বেদান্তের মতে মুক্তি এই অবিদ্যা বা মায়া হইতে মুক্ত হওয়া, মায়ামুক্ত হইলেই জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে। তবে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের বিচারপ্রণালীর মহাপার্থক্য এই যে সাংখ্যকার দ্বৈতবাদী, বেদান্তদর্শন অদ্বৈত মত পোষণ করেন। যাহাহউক সাংখ্য জড় ও চৈতন্যবাদী হইলেও তাঁহার মতে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তাহার স্বরূপ। এই সত্ব, রজঃ তমো গুণের সাম্যাবস্থাকেই তিনি প্রকৃতি বলিয়াছেন। তবে প্রকৃতির আর জড়ত্ব রহিল কোথায়? মহত্তত্ব অবধি পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূতাদি এই ত্রিগুণাত্মিকা মূল প্রকৃতিরই, পরিণাম বা বিকার বিশেষ। সত্বগুণ সুখস্বরূপ ও শান্তা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে। ইহা আলোকস্বরূপ ও প্রকাশক। সূর্য্যালোকের ন্যায় ইহা সকল সদ্‌গুণের প্রকাশক। রজোগুণ দুঃখরূপ ও ঘোর (চঞ্চল); ইহা সত্ব ও তমোগুণ যে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রবর্ত্তকস্বরূপ। ইহা দ্বারা জীব সংসারগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসারে সুখ দুঃখের ভাগী হয়। তমোগুণ মোহস্বরূপ ও আবরক, ইহার বৃত্তি মূঢ়া। ইহাদ্বারা জীব

চালিত হইয়া দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যেমন অগ্নি, বায়ু ও জল পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও পরস্পরের শুভ সহযোগে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পরের সাহায্যে কার্য্যরূপ জগৎ বা সংসার রচনা করিতেছে। অতএব এই জগৎ ও জগতের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু ও কার্য্য ত্রিগুণীভূত অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহস্বরূপ, যেহেতু সত্ব রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তি যথাক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহ আনয়ন করে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই অর্থাৎ ইহার সত্ব রজস্তমের বিপর্য্যয় ঘটিলেই সৃষ্টির আরম্ভ, এইজন্য প্রকৃতিকে প্রসবশীলা বলা হইয়াছে। যাহা সর্ব্বক্ষণই পরিণামগ্রস্ত হইতেছে, অর্থাৎ যাহা হইতে কিছু না কিছু উৎপন্ন হইতেছে, তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ব। এই মহত্তত্ব বুদ্ধি-স্বরূপ। সত্বগুণসম্ভূত বুদ্ধির লক্ষণ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য ; আর তমোগুণ-সম্ভূত বুদ্ধির লক্ষণ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই উভয় কার্য্যেই রজোগুণের সাহায্য আছে। এই মহত্তত্বের বিকারে অহঙ্কার তত্ব উদ্ভূত হয়। ইহাদ্বারা আমি, আমার ইত্যাদি অভিমান জন্মে। এই অহঙ্কারতত্ব বিকৃত হইয়া যথাক্রমে পঞ্চ তন্মাত্র ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ইহারা হস্ত পদাদির ন্যায় বাহিরের প্রকাশ নহে, এজন্য ইহা-দিগকে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় বলে। বুদ্ধি অবধি পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্ত সকল তত্বই অনিত্য, অব্যাপক, সক্রিয়, আশ্রিত, সংযোগী, বিভক্ত ও পরতন্ত্রবাচ্য অর্থাৎ উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহারা প্রকৃতির বিকৃতি বা পরিণামবিশেষ—কখন আছে, কখন নাই। কেবল পুরুষই নিত্য, সত্বাদি ত্রিগুণশূন্য, চেতনস্বরূপ কূটস্থ, সাক্ষী, দ্রষ্টা, ভোক্তা, বিবেকী ও নির্লিপ্ত। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী। সৃষ্টি-তত্বে ঈশ্বরের যে হাত আছে, ইহা তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ ঈশ্বরের স্থানীয় একজন পুরুষকে খাড়া না করিলে সৃষ্টির সার্থকতা থাকে না, তাই তিনি জড় অচেতন প্রকৃতি দ্বারা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য জগৎ বা সংসারের সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন। এজন্য তিনি প্রকৃতিকেও সম্পূর্ণরূপে জড় বা অচেতন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রকৃতিকে সগুণা বলিতে হইয়াছে। পরিণাম-প্রবৃত্তি প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা গুণ। যিনি সৃষ্টিব্যাপারে ঈশ্বরের হস্ত দেখেন না, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া জড় প্রকৃতিতে ঈশ্বরের কোন না কোন গুণ আরোপ করিতেই হইবে এবং মোক্ষ-সাধনের জন্য একজন পুরুষকে নির্লিপ্ত জানিয়াও তাঁহাকে ঐ প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত করিতে হইবে। পতঞ্জল মহর্ষি কপিলের এই পঞ্চবিংশতি তত্ব স্বীকার করিয়াও ইহার উপরে ঈশ্বরতত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

জাপান নারীসমাজ।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

জাপানের নব ভাবের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর আশ্চর্য্য উন্নতি হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জাপানী রমণীগণ সামাজিক পূর্ব্বতন উন্নত পদবী লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যেক নগর ও গ্রামের বালক ও বালিকা এই উভয় শ্রেণীর জন্যই নিম্ন ও উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কি বালক কি বালিকা সাতবৎসর বয়স্ক হইলেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে আইনানুসারে বাধ্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাজধানী টোকিওতে এক বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অনেক রমণী তথায় উচ্চতম শিক্ষালাভ করেন, আবার অনেকে শিক্ষকতা কার্য্যও শিক্ষা করিয়া থাকেন। মিওয়াডা বালিকা কলেজের প্রেসিডেণ্ট ম্যাডাম মিওয়াডা প্রতি বৎসর শত শত গ্রাজুয়েট বাহির করিতেছেন এবং সিজুওকা ড্রইং স্কুলে সুন্দর চিত্র অঙ্কন শিক্ষা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য সাহিত্য, সামাজিকতা ও দেশহিতৈষিতা সম্বন্ধীয় সমাজ সকল স্থাপিত হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা ও ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনার্থ পত্রিকা সকল প্রকাশিত হইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্যায়াম-বিদ্যালয় সকল সর্ব্বত্র দেখা যায়, কিন্তু তাহার বন্দোবস্ত সাদাসিদে। বিজ্ঞানমতে শরীর-রক্ষার্থ আহার, অঙ্গচালনা ও বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ অত্যাবশ্যক। জাপানী স্ত্রীলোকেরা এই কয়টী নিয়মই পালন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধবিদ্যা ভিন্ন জাপানী রমণীদিগের অশিক্ষণীয় কিছুই নাই। বিদ্যালয় সকলে তাহারা পদার্থবিদ্যা, শারীর বিধান, ভূগোল, ইতিহাস, আইন এবং অর্থনীতি শিক্ষা করিয়া থাকে। নীতিশিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বপ্রকার শিষ্টাচারসম্পন্ন হয় এবং তাহাদিগের চরিত্রে অভদ্রতা, কঠোরতা, অহঙ্কার ও কলহপ্রিয়তার লেশমাত্র না থাকে, এজন্য বড়ই চেষ্টা। কোমলতা বৃদ্ধির জন্য গান বাদ্য ও কবিতা রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু হালকা গান একেবারে নিষিদ্ধ। নীতি সম্বন্ধে অনেক পুস্তক থাকিলেও পিতামাতার দৃষ্টান্ত প্রধান সহায়। পিতামাতা সাধু দৃষ্টান্ত দেখান এবং সন্তানেরা তাহারই অনুসরণ করে।

জাপানীরা বুঝিয়াছে সুখী পরিবারের প্রধান উপাদান সরলতা। ছেলেদের কোনও কথা পিতামাতার নিকট

গোপনীয় নাই। সন্তানদিগের প্রতি পিতা মাতার এরূপ খোলা ভাব যে, তাহারা তাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়াই মনে করে এবং মন্দ কার্য্য করিলেও তাহা খুলিয়া বলে। দোষ গোপন অপেক্ষা প্রকাশে অধিক লাভ।

পিতামাতা সন্তানদের বিবাহস্থলে কয়েকটী পাত্র পাত্রীর নাম প্রস্তাব করেন, সন্তানেরা আপনাদিগের ইচ্ছামত পাত্র পাত্রী মনোনীত করিয়া লয়। কোনও প্রস্তাব মনোনীত না হইলে যত-ক্ষণ পছন্দ না হয়, অন্য নাম উপস্থিত করিতে হয়। জাপানী নবীনা বধূ ও প্রাচীনা শাশুড়ীর রুচি ও ভাব ভিন্ন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে সময় সময় মনো-বাদ ও কলহ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পিতামাতা হইতে পুত্রের ভিন্ন হইয়া বাস করাই শ্রেয়ঃ এবং অনেক স্থলে তাহাই হইতেছে।

জাপানী সন্তানদিগের উপর মাতার প্রভাব অসামান্য। ইহার কারণ জাপানী মাতারা শিশুপালন কার্য্যে সম্পূর্ণ পটু এবং তাহা নিজেরাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। মাতা ধনীই হউন আর দরিদ্রই হউন, শিশুকে নিজ স্তন্যপান করাইতেই হইবে; কেবল পীড়ার সময় নিষেধ। যত বড় ধনী স্ত্রীলোক হউন, দুবেলা সন্তানের খাওয়া পরার তত্ত্বাবধান স্বচক্ষে করিতে হইবে। সকল মাতাই শরীরতত্ত্ব ও কিছু কিছু চিকিৎসা জানেন, এজন্য আপনারাই সামান্য রোগের চিকিৎসা করেন এবং গুরুতর পীড়াতেও ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত নিজেরাই চিকিৎসা করেন।

স্বামীর বাহিরের কাজ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জাপানী স্ত্রীর জানা থাকা চাই, এজন্য জাপানী রমণীদিগকে অর্থনীতি প্রভৃতি বিদ্যা শিখিতে হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। জাপানী স্ত্রীলোকের যেরূপ আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, তাহাতে পরের উপর নির্ভর করা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের যত্নে পরিবার সুখী পরিবার-রূপে গঠিত হয়। স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম, সম্মান, বিশ্বাস ও সহযোগিতা আজীবন স্থায়ী।

জাপানী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রাচীন ভাবের বিরুদ্ধ। এক্ষণে যাঁহারা ৪০।৫০ বৎসরে বিধবা হন, তাঁহারা চিরবৈধব্য পালন করিয়া থাকেন। ২০।৩০ বৎসরের বিধবাদের প্রায় পুন-র্ব্বিবাহ হয়। ফুকুজাওয়া জাপানের প্রধান নীতিবেত্তা। তিনি বিধবা-বিবাহ প্রতিষেধের প্রতিবাদ করিয়া যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দেন, তাহাতে প্রাচীন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। জাপানীরা এক্ষণে বৌদ্ধ ও কংফুসের ধর্ম্মের কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বাবস্থা পাইয়া সুখী হইয়াছে। জাপানের রাজভক্তি ও স্বদেশভক্তি প্রসিদ্ধ। ইহাই তাহার সকল সিদ্ধির মূল। স্ত্রীলোকেরা স্তন্যদানের সহিত সন্তানদিগের প্রাণে ইহা সঞ্চারিত করিয়া দেন।

অমলা।

(৫১৮ সংখ্যা, ১৮৯ পৃষ্ঠার পর)

যুবক জলে ঝম্প প্রদান করায় যে শব্দ উত্থিত হইল, তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ যুবকদিগেরও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা গুড়গুড়িয়া নদী পার হইয়া অল্পদূর মাত্র গিয়াছিলেন। শব্দশ্রবণে তীরবেগে সকলে কিনারায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন একটী মলিন বেশধারী যুবক একবার ডুবিতেছে—একবার উঠিতেছে। যুবক সন্তরণ দিতে জানে না, সুতরাং মহা বিপদ্; যুবকের প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা। নৌকার যে মাল্লা ছিল, তাহার বয়স অল্প; তাহার একটী হস্ত অকর্ম্মণ্য; সে অতি কষ্টে স্রোতোহীন নদীতে নৌকা চালাইতে পারে। নৌকার উপরেও কোন পুরুষ ছিল না যে যুবককে তুলিবার চেষ্টা করিবে। মাল্লা নৌকা ফিরাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই দরিদ্র যুবকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে পারে, এইরূপ বিষম অবস্থা দেখিয়া অন্যতীরস্থ ব্রাহ্মণ যুবকদিগের মধ্যে ৪ জন বীরের ন্যায় নদীতে ঝম্প দিয়া সন্তরণ করিতে করিতে দরিদ্র যুবকের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবককে লইয়া তাঁহারা কিনারায় উঠিলেন। যে চারি মহাত্মা দরিদ্রকে উদ্ধার করিলেন, তাঁহাদিগের নাম শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ও নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। অন্যতীরে যে আরও দুইজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে নৌকা করিয়া আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। এই দুইজনের মধ্যে এক জনের নাম সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরটীর নাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। দরিদ্র যুবক বেশ সুস্থ হইলে শশীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এমন করে জলে ঝাঁপ দিলে কেন?"

"মাঝি পার কর্‌লে না বলে।"

"মাঝি পার করলে না কেন?"

"আমার কাছে পয়সা ছিল না বলে।"

"পার হয়ে কোথায় যাবার আবশ্যক ছিল?"

"অন্য কোথাও নয় বাবু; ঐ ওপারে।"

"তবে চল আমরা পার করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"আজ্ঞে, আর আমার ওপারে যাবার দরকার নাই।"

"কেন?"

"তা বল্‌ছি।" এই কথা বলিয়া দরিদ্র যুবক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল।

"বাবু, আপনারা এই ছয় জনেই ছিলেন, না আর কেহ আপনাদের সঙ্গে ছিলেন?"

শশীবাবু উত্তর করিলেন "না; আমরা

এই ছয় জনেই ছিলাম। কেন, তোমার কি আবশ্যক ?”

“আবশ্যক ছিল বলেই জিজ্ঞাসা করছি। আমি এক বাবুর চাকর, হঠাৎ সেই বাবু নিরুদ্দেশ হওয়ায় বাড়ীতে তাঁকে কেউ খুঁজে পান নাই। আপনারা যখন মেলা হতে আসেন, তখন আপনাদের মধ্যে একজন অন্য একজনের নাম ধরে ডেকেছিলেন ; সেই নামটী আমার প্রভুর নামের মত। আমি নাম শুনেই আপনাদের পশ্চাৎ আসছিলাম ; ভাবলাম তিনিই হতে পারেন ; কিন্তু আমি নদীঘাটে পৌছিবার পূর্ব্বেই আপনারা নদীপার হয়ে গেলেন।”

“আমরা তো অনেকেরই নাম ধরে ডেকেছি, তুমি কি শুনেছ বল দেখি ?

“আপনারা যে নামটী ডেকেই মেলা হতে বেরিয়ে এলেন।”

“কি নাম ? কই আমাদের মনে হচ্ছে না, তুমি বল্লেই তো হয়।”

“বাবু যা হ’ক আমি চাকর, মনিবের নাম কি করতে আছে ?”

“তাতে কিছু দোষ নাই, তুমি বল।”

“না বাবু, তা পারব না ; মনিবের নাম করলে পাপ হয়। তা হলে বোধ হয় সে বাবু আপনাদের সঙ্গে নাই।”

“খুঁজে দেখো।”

“এর মধ্যে আমার প্রভু নাই” এই কথা বলিয়া দরিদ্র যুবক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল ; এবং অশ্রুসিক্ত-লোচনে সে স্থান পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিল।

দরিদ্র পুনরায় কহিল “বাবু, তবে নামটি কি বলবেন না ?” এই বলিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলিল।

যুবকের রোদন দেখিয়া সকলের দয়া হইল ; তখন শশীবাবু তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকের নাম বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যে সময় সুরেশ বন্দোপাধ্যায়ের নাম করিলেন, তখনই দরিদ্র যুবক কহিল “ঐ আমার প্রভুর নাম। তা বাবু এখানেত তাঁকে দেখছি না। তবে বাবু, আমি যাই : যে আশায় এসেছিলাম, ভগবান্ তা পুর্ণ করলেন না।”

“এখন কোথায় যাবে ?”

“মেলায় আমার এক ভাই আছে, তার কাছে যাব।”

“তোমরা কি করে খাও ?”

খেটে খাই। যখন খাটুনি না জুটে, তখন ২.৩ দিন হয় তো উপবাসেই কেটে যায়।”

“তোমরা তাহলে আমাদের বাড়ীতে চল ; যতদিন থাকতে চাও, আমরা রাখতে পারব ; আমাদের লোকের প্রয়োজন আছে।”

“বাবু, আমরা কা’রো ঘরে বাঁধা চাকর থাকতে পারব না। এইত শরীর দেখছেন, সবদিন খাটতে না পারলেই মনিব বিরক্ত হবেন ; আর আমরাও পয়সা লব অথচ কাজ করব না, তাতে আমাদেরও ঈশ্বর মঙ্গল করবেন না।”

দরিদ্র যুবকের বাক্যে এত সরলতা ও এত পবিত্রতা উপলক্ষিত হইতে লাগিল যে শশীবাবুর হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন "তোমরা দু ভাইই আমার বাড়ীতে থাকবে চল; যে দিন যেমন কাজ করতে পারবে—করবে, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই; আমার বাড়ীতে কাজও খুব সামান্য।

"বাবু, আপনাদের বাড়ী কোথায় ?"

"বেলপুকুর।"

"সে কতদূর।"

"এখান হতে উত্তর দিকে এক ক্রোশ হবে; ঐ যে দেখা যাচ্ছে।"

"আমার ভাইকে না জিজ্ঞাসা করলে তো কিছু বলতে পারি না।"

আচ্ছা, তবে আমরা এখানে অপেক্ষা করছি; তুমি শীঘ্র তোমার ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। দেরী হলে আমি মেলা পর্য্যন্ত যাব।

যদি তার মত হয় তো আসব। বাবু আপনাদের ওখানেও কি কোনও মেলা হয় না কি ?

"মেলা দেখতে চাও, মেলার অভাব কি ? এই দুদিন পরে নবদ্বীপে ধূলোট হবে; আমাদের দেশের অনেক লোক দেখতে যাবে, ইচ্ছা করলে গিয়ে দেখে আসতে পার।"

"ধূলোট কখন হয় ?"

"মাঘী পুর্ণিমার দিন আরম্ভ হয়; প্রায় ১৫ দিন থাকে।"

"বাবু তবে আমি যাই; আমার ভাইএর মত হয় ত আসব।" এই কথা বলিয়া দরিদ্র যুবক ব্রাহ্মণদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যে যুবক তাহার ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইল। এই যুবক পুরুষ-বেশধারী অমলা; অপরটী অমিয়—ইঁহারা বসুন্ধিয়ায় এক দিন মাত্র অবস্থান করিয়া-ছিলেন। বাটী হইতে বসুন্ধিয়া নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহারা আর সেখানে থাকিতে সাহসী হইলেন না। তাহার পর তাঁহারা শঙ্কিতচিত্তে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে পথে মনুষ্যের সমাগম অতি অল্প, সেই পথই তাঁহাদের নিকট অতিশয় প্রিয় বোধ হইল। যখন অর্থ শেষ হয়, তখন কোনও গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অতি অল্প বেতন স্বীকার করিয়া সামান্য সামান্য কার্য্য করিবার ভার লন; এবং দুই চারি আনা যাহা পান, তাহাতেই কিছু দিন কাটিয়া যায়। কোন দিন বা অর্থাভাবে, কোন দিন বা শোকাধিক্যে উপবাসেও কাটিয়া যায়। এইরূপে তাঁহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য কলিকাতায় গমন করা। কিন্তু পথিমধ্যে যেখানে কোনও মেলার সংবাদ পান, সেইস্থানেই তাঁহাদের গমন করিবার বাসনা বলবতী হয়; কারণ তাঁহারা আশা করেন যে, হয়ত সেইস্থলে কোন রূপে তাঁহাদের হারা নিধি মিলেলেও মিলিতে পারে।

পথিমধ্যে লোকমুখে মায়াপুরের

মেলার কথা শুনিয়া আজি তাঁহারা তথায় উপস্থিত।

অমলা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, অমিয় সেই স্থানেই দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে চকিত হরিণীর ন্যায় তাকাইতেছেন ও অবিরত অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। অমলাকে দেখিয়া তিনি একটু আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বৌদিদি, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

"অমিয়, বড় বিপদে পড়েছিলুম, বোন।

কি বিপদ বৌদিদি? তোমার কাপড় ভিজলো কেন?"

"নদীর জলে ভিজে গিয়েছে "

"তুমি নদীতে কি করতে গিয়েছিলে?"

"সব বলি শোন্।"

"তুমি কি জলে পড়ে গিয়েছিলে?

"না তেমন কিছু নয়।" এই বলিয়া অমলা সবিশেষ ঘটনা অমিয়ের নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালী চরণ হাজরা।

"বউ কথা কও।"(১)

নীল নীরদমালা ভেদ করিয়া গগনের অনন্ত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে করিতে সুস্বর বনবিহঙ্গম মুক্তপ্রাণে অনন্তভাবমাখা "বউ কথা কও," "বউ কথা কও" ধ্বনি করিতে করিতে নয়নপথ বহির্ভূত হইল। নির্ম্মল সন্ধ্যা-সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইয়া মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-দগ্ধ মানবপ্রাণ শীতল করিতেছে। নীরব প্রকৃতির বৃক্ষশ্রেণী নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবতার অসীম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। কি এক শান্তির অমল প্রস্রবণ পাপময় পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছে! এই মধুর প্রকৃতি মধুরতর সঙ্গীত সমাবেশে মধুরতম হইতেছে; বিহঙ্গ-সঙ্গীত স্তরে স্তরে ক্রমোচ্চ পাদপশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক অস্তমিতপ্রায় সবিতৃ-কিরণজালে পরিব্যাপ্ত স্বর্ণময় দেবভূমিতে উত্থিত হইল।

হে গগনবিহারী বিহঙ্গম! তোমার এই ভুবনোন্মাদিনী ধ্বনিকে আমি একটী অর্থশূন্য প্রলাপ বলিয়া মনে করিতে পারি না। তুমি আমাদের পতিতা বঙ্গভূমির নিঃসহায় ললনাকুলের রক্ষার্থে পরমেশ-প্রেরিত দূত! হে বঙ্গললনাকুল! তোমরা যে অন্ধ নীরব গৃহকোণে অনন্ত-সন্তাপপূর্ণ-হৃদয়ে অজ্ঞান-কালিমায় আবৃত

(১) এ বিষয়ের আর একটী প্রবন্ধ পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা অন্য লেখকের ও অন্য ভাবের লেখা। বা, বো, স।

হইয়া বিষাদপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছ, পুরুষজাতি যে তোমাদের উন্নতি-চিন্তা তাঁহাদের স্বার্থান্ধ মনে একবারও স্থান দেন না, তাঁহারা যে তোমাদিগকে দাসী অপেক্ষা অন্য কোনও উচ্চতর জীব বলিয়া মনে করেন না, তোমাদের সকল ক্ষমতা যে তাঁহারা হরণ করিয়াছেন, পরমেশ্বরের এই বিশাল রাজ্যে যে তোমরা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মক্ষম হইতে পার, এই চিন্তা তাঁহারা একেবারেই মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন—তাই গগনবিহারী বিহঙ্গম তোমাদের দুঃখে সন্তাপিত হইয়া গাইতেছে "বউ কথা কও।"

ঐ দেখ ক্ষুদ্রবালিকা পিতৃগৃহে বন-বিহঙ্গিনীর ন্যায় অবাধে মুক্ত প্রাণে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কাহারও তীব্র সমালোচনার ধার ধারে না, কাহারও কৃত্রিম বা স্বাভাবিক আদরের প্রতি একবারও ভ্রূক্ষেপ করে না—দেখিতে দেখিতে তাহাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া শ্বশুরালয়ে দ্বীপান্তরিত করা হইল—সেই বনবিহঙ্গিনীর সরলতা কোথায় কোন্ দূরদেশে পলায়ন করিল! বালিকা তাহার সাধের বাল্যকালের শেষ সীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে পৃথিবী শূন্যময়, শুষ্কময় ভূমিবৎ দেখিতে লাগিল। যে বালিকা একদিন পিতামাতার পাদপ্রান্তে বসিয়া শরৎ-মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের তীব্রমধুর রশ্মির ন্যায় সীতাচরিত্র ও সাবিত্রীর ব্রত কথা শ্রবণ করিত, সতীত্বের জলন্ত-প্রতিমা সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিয়া নীরবে অশ্রু-মোচন করিত, সে এখন শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিয়া তাহার সেই সাধের বাল্যখেলা—পিতৃগৃহে সাধের জীবনযাপন—সব ভুলিয়া গেল। কোথায় সেই সীতাচরিত্র পর্য্যা-লোচনা, কোথায় সেই সাবিত্রী-উপাখ্যান শ্রবণ—এখন সে বন্দিনী, সর্ব্বদা ভয়ে ভীতা, অবগুণ্ঠনাবৃতা; সে স্থানে "শ্বশুরের কোপন স্বভাব, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কলহপ্রিয়তা, ভাশুরের ক্ষুদ্রচিত্ততা, আর দেবরের ঈর্ষ্যা-পরায়ণতা" সন্দর্শনে তাহার বালিকা-হৃদয়ের কোমল পল্লব শত শত শোক দুঃখের প্রবল তরঙ্গাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইল। সরলা বালিকা অনন্ত দয়া-ময়ের রাজ্যে এইরূপ অবিচার নিরীক্ষণ করিয়া গৃহকোণে বসিয়া নীরব অশ্রুপাতে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে লাগিল। সংসারের একটী প্রাণীরও হৃদয় ইহাতে কাঁদিল না। স্বার্থপূর্ণ সংসারের অনন্ত কোলাহল ভেদ করিয়া বালিকার সেই করুণ কণ্ঠস্বর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাই অবলাসুহৃদ্ বনবিহঙ্গম মুক্তপ্রাণে গাহিতেছে "বউ কথা কও"।

পুরাকালে যে দেশের মহিমাপ্রদীপ লীলাবতী, খনা, গার্গী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণকর্তৃক প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যে দেশের বীর্য্যবহ্নি পদ্মিনী, অহল্যা বাই প্রভৃতি রণকুশলা রমণীবৃন্দ দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছিল—সে দেশের সে দীপ, সে বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে চলিল—তাই বিহঙ্গম অসীম বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে করিতে বলিতেছে—"বউ কথা কও।" অদ্য এই

শত শত অকালবৃন্তচ্যুত বালবিধবার করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া—শত শত রুগ্ন সন্তানহারা বঙ্গ-মাতার হৃদয়বিদারক আর্ত্তধ্বনিতে মর্ম্মাহত হইয়া স্বাধীন বিহঙ্গম প্রাণের কথা গাহিতেছে "বউ কথা কও"। বঙ্গললনাকুল একবার তোমরা এ বিষাদময় গৃহান্তরাল হইতে বহির্জ্জগতে দৃষ্টিপাত কর। অবোধ বনবিহঙ্গম বলিয়া উহার অলঙ্কারগ্রথিত সরল উপদেশকে প্রত্যাখ্যান করিও না। ঐ দেখ গগনকোণে তোমাদের প্রিয়সখা বন-বিহঙ্গম ভাবুক-হৃদয়তোষিণী ভাষায় বিমানপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া সংসার-জ্বালাদগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়া গাহিতেছে "বউ কথা কও"—তোমরা কি উহার হৃদয়বেদনা দূর করিবে না?

নেপোলিয়নের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(৫১৯ সংখ্যা—২১০ পৃষ্ঠার পর)

১৮১২ সালের ১৯এ অক্টোবর নেপোলিয়ন সসৈন্যে মস্কাউ হইতে পুনর্যাত্রা আরম্ভ করেন। রুষিয়েরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং প্রতিপদে হায়রাণ করিতে লাগিল। কিন্তু কসাকসৈন্য অপেক্ষা বরফপাত ও ঝঞ্ঝাবাত ফরাসীদের অধিক শত্রুতা সাধিল। তাহাদের সম্মুখস্থ ভূমি এক বৃহদায়তন উড্ডীয়মান বরফের জাজিম বলিয়া প্রতীয়মান হইল। বরফের চাপ সকল চক্ষু ধাঁধিয়া চারিদিকে ঘন ঘন বর্ষিত হইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গিগণ দুধারে বরফে জমিয়া মৃত, তাহারি মধ্য দিয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইল। বারম্বার আক্রমণে ও দৈবোৎপাতে ক্ষীণ হইয়া বহুকষ্টে ফরাসী-সৈন্যগণ স্মলেনস্ক নগরে প্রত্যাগত হইল। সেখানে কিঞ্চিৎ খাদ্য লাভ করিয়া বেরিসিনা নদীতটে উপনীত হইল। বরফাবৃত নদী পার হইতেছে, এমন সময়ে রুষিয়েরা আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিল। ২৪ হাজার সৈন্য নদীগর্ভে নিমগ্ন অথবা রুষীয় অস্ত্রে নিহত হইল। নেপোলিয়ন ৫ই ডিসেম্বর স্মর্গান নামক স্থানে উপনীত হইয়া একখানি চক্রহীন শকটারোহণপূর্ব্বক পারিস অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার সৈন্যদলের ভগ্নাবশেষ মনুষ্যাকৃতি বলিয়া দেখাইতেছিল না, ক্ষুধার্ত্ত খেঁকী কুকুরদলের মত কয়েক হাজার মাত্র লোক ভিষ্টুলা নদীতীরে আসিয়া পড়িয়া রহিল। একলক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য যুদ্ধে হত হইয়াছে; একলক্ষ ৩২ হাজার ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত ও ক্লান্তিতে মারা গিয়াছে এবং একলক্ষ ৩ হাজার বন্দী

হইয়াছে। মানুষের অহঙ্কার উচ্চাভিলাষ একেবারে চূর্ণ হইবার এরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। ১৮ই ডিসেম্বর পরাজিত দিগ্বিজয়ী টুলারি রাজপ্রসাদে পৌঁছিলেন। তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিলেন এখন তাঁহার সম্মুখে জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম উপস্থিত। কিন্তু ফরাসীদিগের হৃদয়ের উপর তাঁহার কি আশ্চর্য্য আধিপত্য! ৪ মাসের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। সমগ্র ইয়ুরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে সসজ্জ এল্‌ব নদীর তীর-ভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। নেপোলিয়ন মে মাসে লট্‌জেন ও বট্‌জেন যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তথাপি প্যারিস অভিমুখে যে শত্রুসেনা-স্রোত চলিতেছিল, তাহার বেগ ফিরাইতে পারিলেন না। প্রেগ নগরে যোদ্ধ-রাজাদিগের এক সভা বসিল; তাহাতে অষ্ট্রিয়া নেপোলিয়নের বিরোধি-দলের সহিত মিলিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, অবশেষে লিপ্‌জিক্ ক্ষেত্রে দুইটী সাংঘাতিক সমর ঘটিল। ইহার শেষ যুদ্ধে নেপোলিয়নের দল হইতে দশ হাজার স্যাক্‌সন সৈন্য ছাড়িয়া যায়। ইহাতে তিনি ক্ষীণবল হইয়া ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে রাইন নদীর তটে প্রস্থান করিলেন। এই সালের ২৩শে জুন ইংরাজেরা ভিটোরিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফরাসী সৈন্যদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করিল।

১৮১৪ সাল নেপোলিয়নের পক্ষে ঘোর অমঙ্গলসূচক হইল। সম্মিলিত ইউরোপীয় সৈন্য পূর্ব্বদিক্ হইতে ফ্রান্স অভিমুখে ধাবমান, দক্ষিণ হইতে ইংরাজ বাহিনী লইয়া বীরবর ওয়েলিংটন আসিতেছেন; নেপোলিয়নের পুরাতন বন্ধু ও সহচর মুরাট এবং কারনাডট তাঁহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র। তিনি দুইমাস কাল অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে বারবার জয়লাভ করিলেন এবং অটল সাহসে সমুদায় বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী ভুল চাল চালিয়া তিনি আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। সম্মিলিত ইউরোপীয় সৈন্যগণ যখন ফ্রান্স অভিমুখে ধাবমান, তখন তিনি তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য পশ্চাদ্দেশ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। শত্রুদল কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রাজধানী প্যারিসের সম্মুখীন হইল। তখন নগর-রক্ষক মারমণ্ট বিনাযুদ্ধে নগরটী শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। নেপোলিয়ন যখন প্যারিসের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন শত্রুগণ নগর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি ফনটেনব্লোতে সরিয়া পড়িলেন।

দুই দিনের মধ্যে সেনেটের আজ্ঞানুসারে নেপোলিয়ন সিংহাসনচ্যুত হইলেন। ৪ঠা এপ্রেল ফরাসী ও ইটালীয় মুকুট পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন-ত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল। পরে ২০শে এপ্রেল (Undaunted) অণ্ডনটেড নামক ইংরাজ জাহাজ আরোহণে তাঁহাকে ইটালীর প্রান্তবর্ত্তী এল্‌বা-নামক

একটী ক্ষুদ্রদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। স্থির হইল যাবজ্জীবন তিনি সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিবেন এবং বার্ষিক ৬০ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা বৃত্তিস্বরূপ পাইবেন। এল্‌বা পৌছিবার কয়েকদিন পরে তাঁহার নিষ্ঠাবতী পত্নী জোসেফাইনের মৃত্যু হইল।

নেপোলিয়নের শূন্য সিংহাসনে বোর্ব্বন রাজ-বংশীয় অষ্টাদশ লুই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইঁহারই সহোদর ১৭শ লুই ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এখন নির্ব্বাসিত অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিয়া হস্তান্তরিত ভূসম্পত্তির জন্য বিবাদ করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার অপহৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিলেন। ১৮শ লুই প্রজাসাধারণকে ৮টি অধিকার দিয়া এক charter বা সনন্দ-পত্র দিলেন। (১) আইনের সমতা; (২) নির্ব্বিশেষে সকল পদে নিয়োগ; (৩) শাসনের একতা; (৪) প্রতিনিধি-গবর্ণমেণ্ট; (৫) প্রতিনিধিদিগের মতানুসারে করস্থাপন; (৬) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; (৭) উপাসনায় স্বাধীনতা; (৮) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

এই অধিকার সকল নামে মাত্র রহিল, কার্য্যে পরিণত হইল না। রাজা আত্মরক্ষার্থ বিদেশীয় সৈন্যে পরিবেষ্টিত রহিলেন। নেপোলিয়নের সৈন্যদল নিরস্ত্র হইয়া গ্রামে গ্রামে অসন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিল। ভায়লেট পুষ্প নেপোলিয়ন-বংশের চিহ্ন। ফ্রান্সের নরনারী সকল তাহারই আদর করিতে লাগিল। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদে ভায়লেট পুষ্প এবং নির্ব্বাসিত সম্রাটের মুখচ্ছবি ভায়লেট পুষ্পের ছবির নিম্নে চিত্রিত হইয়া বিক্রীত হইতে লাগিল।

নেপোলিয়ন (১৮১৪—৩রা মে হইতে ১৮১৫—২৬এ ফেব্রুয়ারী) দশমাস কাল এল্‌বা দ্বীপে যাপন করিলেন। তাঁহার প্রাচীন সেনাপতিদিগের অনেকেই তাঁহার সঙ্গী এবং তাঁহার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জনে প্রস্তুত। বোর্ব্বন রাজ-বংশের শাসনের বিরুদ্ধে এবং তাঁহার পুনরাগমনের সপক্ষে ফ্রান্স হইতে ক্রমাগত চিঠি আসিতে লাগিল। নেপোলিয়ন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার আলোচনায় সময় ক্ষেপণ করিতেছিলেন, এখন আর তাঁহার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি দিন দিন গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কি চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

ইয়ুরোপের সম্মিলিত রাজাসকল এক কংগ্রেস করিয়া ইউরোপে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তর্ক বিতর্কে সমস্ত দিন এবং নৃত্য গীতে রাত্রিকাল অতিবাহিত করিতেছিলেন, এমন সময় "নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আসিয়াছেন" এই সংবাদ বজ্রনাদের ন্যায় তাঁহাদিগের কর্ণে ধ্বনিত হইল।

(ক্রমশঃ)

অবিশ্বাসের শাস্তি।

(গত সংখ্যার শেষ)

এই ব্যাপার দর্শনে শশধরও নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন "দেখ তোমরাই উহার স্বভাব শোধরাইবার চেষ্টা কর"।

"ভগবানে যাহার আস্থা নাই, সে যে জগতে অতি দীন। শূন্য কলসী লইয়া সংসারে কি করিবে?"

"এখানকার পিপাসা কে নিবারণ করিবে? কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইলে জীবন মরুভূমিতুল্য হয়, সেখানে কখনও শান্তিকুসুম ফুটে না। সে প্রাণ চিরশুষ্ক—স্নেহ প্রেম দয়ায় বঞ্চিত।"

"দেবতা আছেন—ঈশ্বর আছেন, বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। তাঁহার সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ না রাখিলে মানব-জীবন পূর্ণ হয় না। উদ্যানে ত কুসুম বিকসিত হইয়া থাকে, কিন্তু যতক্ষণ আমরা ফুলগুলি না তুলিয়া আনি, মালা-গাছি সূতায় গাঁথিয়া গলায় না পরি, ততক্ষণ কি সুবাসে মন মুগ্ধ হয়?"

ইতিমধ্যে লীলা আসিয়া কহিল "দিদি ত আমার কথা শুনিল না, সে দোর খুলছে না।"

এদিকে খোকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। প্রিয়ম্বদা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। স্বামীকে কহিলেন "তুমি দেখ গিয়া একবার"।

কিন্তু কলাবতীর পিতা কহিলেন "এ সময় আমাকে দেখিলে তাহার লজ্জা হইবে, আমি যাইব না। তবে তোমরা এক কাজ কর—কলাবতীর মাসী অনসূয়াকে ডাক, তাঁহার কথা কলাবতী শুনিয়া থাকে"।

প্রিয়ম্বদা কহিলেন "দিদিও তাঁর মেয়েদের এখানে এসে থাকিতে বলিতেন। ওদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছে, বেশ ভাব সাব ছেলেবেলাকার আছে। কিন্তু দিদি বলেন "তাঁর অল্প আয়, অবস্থা ভাল নয়, পাছে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা কিছু মনে করেন।"

শশধর কহিলেন "ও সব কি পাগলামীর কথা? বাস্তবিক এমন সুপ্রসন্নমনা স্ত্রীলোক কম দেখেছি; যেন তাঁহার কোনও অভাব নাই পৃথিবীতে। সর্ব্বদা প্রফুল্ল-মুখ দেখিতে পাই। ধর্ম্মের ছায়াতে বাস করিলে মানুষের প্রাণে কোথা থেকে যে শান্তি আসে, তা কে বলিতে পারে?"

প্রিয়ম্বদা কহিলেন "সত্যি, যেমন দিদি, সেইরূপ ছেলে মেয়ে গুলিও হয়েছে—কখনও অপর কাহারও কাপড় গহনা দেখে চায় না; যাহা নিজের আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু তাই বলে যে ভদ্রসমাজে

অপরিচ্ছন্ন ভাবে যায়, তাহা নহে। লোক লৌকিকতা আহার ব্যবহারও ঠিক করিয়া থাকেন, সমাজেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।

শশধর কহিলেন—তোমার ভগ্নী অতি ধার্ম্মিকা ও ঈশ্বরপরায়ণা রমণী, এজন্য তাঁহার বুদ্ধিও নির্ম্মল।

"হাঁ, আমার দিদি দানশীলাও অতিশয়। দীন দরিদ্রের প্রতি তাঁহার বড় দয়া। এক দিন দুই প্রহরের সময় তিনি সকলকে খাওয়াইয়া দাওইয়া নিজে আহার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন ভিখারী আসিয়া ক্ষুধা জানাইল, তখনি নিজ-মুখের অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে দিয়া আপনি হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িলেন ও সেজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। ধর্ম্মে মতি আছে বলিয়া এত আত্মপ্রসাদ তাঁহার হৃদয়ে।"

শশধর তখন সস্মিতবদনে স্ত্রীকে কহিলেন "আচ্ছা তোমরা দুই ভগ্নী সহোদরা বট, তবে ঠিক্ এক রকম নও কেন?"

তদুত্তরে প্রিয়ম্বদা কহিলেন "তোমাদের ঘরে এসে আর কি? আমার মার সঙ্গে যে দিন শাশুড়ী ঠাকুরাণীর প্রথম দেখা হয়, তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন দেখিবেন "প্রিয়" যেন কোনও দিন পূজো আহ্নিক বন্ধ না দেয়। যে প্রকারেই হউক দিনান্তে একবারও স্থির হয়ে পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধান করা উচিত।

রমণীজীবন ধর্ম্মময় না হইলে সংসার শ্রীহীন হইয়া পড়ে। জগতে নর নারী যখন অধার্ম্মিক হইয়া উঠে, তখনই বিপ্লব ঘটে। বাস্তবিক আমার তাহাই ঘটেছে।"

সমস্ত রাত্রি খোকা ভাল করে নিদ্রা যায় নাই, কেবল কাঁদিয়াছে। ওদিকে কলাবতীর প্রাণে বিষম অনুতাপ জ্বলিয়াছিল, তিনিও লজ্জায় দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রোধের বেগ হ্রাস পাইল, অপত্যস্নেহের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। সে সকল রাগ দুঃখ ভুলিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া যেমন বাহির হইবে, দেখে সম্মুখে হাস্য-বদনা মাসীমা নবসূর্য্যের ন্যায় তাহাদের প্রাঙ্গণ পার হইয়া আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া কলাবতীর শোক যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রণাম করিতে গিয়া গলা জড়াইয়া বুকে মুখ লুকাইলেন। মাসীমা মুখ তুলিয়া দেখেন চক্ষে জল, মুখে যেন কষ্টের আঁধারের ছায়া পড়িয়াছে। বলিলেন "কেন কলা, কেমন আছ? খোকা কোথায়, সব ভালত?" কলাবতী কোনও উত্তর দিতে পারিল না। ইতিমধ্যে লীলা আসিয়া মাসীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "আপনাকে মা উপরে ডাকিতে-ছেন, খোকার জ্বর হয়েছে"।

কলাবতী ইহা শুনিবামাত্র সত্বরপদে গিয়া, খোকাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং মাতার পদে মস্তক অবনত করিয়া কহিল "মাগো! তুমি রাগ করো না, আর আমি তোমার কথার অবাধ্য হইব না"।

প্রিয়ম্বদা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "ভয় কি? খোকা আজকেই ভাল হবে"।

অনসূয়া উপরে গেলেন। দুই ভগ্নী পরস্পরে অভিবাদন করিলে পর প্রিয়ম্বদা কহিলেন "দেখত দিদি খোকাকে একবার।" অনসূয়া খোকার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন "হাঁ একটু জ্বর হয়েছে বটে, এখনি অষুধ দিচ্ছি।"

অনসূয়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অল্প স্বল্প অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি হোমিওপাথি চিকিৎসা একটু আধটু শিখিয়াছিলেন।

ঝিকে তাঁহার বাড়ী পাঠাইয়া ঔষধের বাক্স আনাইলেন এবং জ্বর পরীক্ষা করিয়া খোকাকে ঔষধ দিলেন। কলাবতীর প্রাণে কোথা হইতে আতঙ্ক আসিয়া ঘেরিল। এমন বিপদে কে রক্ষা করিতে পারে? তাই অন্তরের ভিতর হইতে কেবল প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। এই প্রকার ক্রমাগত তোলাপাড়া করিতে করিতে প্রাণের ভিতর হইতে শিশুর নবভাবাস্ফুটের মত আপনা আপনি কলাবতীর মুখ হইতে নির্গত হইল "হে হরি; আমার খোকাকে রক্ষা কর, আমাকে আর শাস্তি দিও না"।

কলাবতীর মাতা ভগ্নীকে অন্তরালে লইয়া গিয়া পূর্ব্বদিবসের সকল কথা জানাইলেন। উভয় ভগ্নী কহিলেন বোধ হয় তাহার শিক্ষা এইবার হইয়া গেল, এবার সে সাবধান হইবে। দেখ একটা কথা আমার মনে হয় যদি কলাবতীর স্বামী উহাকে যত্ন করেন ও নিজের কাছে রেখে সর্ব্বদা সদুপদেশ দেন, তবে আরও শীঘ্র উহার স্বভাব শুধরাইতে পারে; কারণ বয়ঃস্থা কন্যার শিক্ষা স্বামীর নিকটে যেমন সহজে হইবে, এমন আর কাহারও কাছে হয় না।

আজ খোকার জ্বর নাই, সে খুব খেলা করিতেছে। কলাবতীর প্রাণে অন্ধকার সকল ঘুচিয়া তরুণ সূর্য্য উদিত হইয়াছে। সে নির্ব্বুদ্ধি হইলেও সরলমতি বালিকা; শীঘ্রই সকল রাগ দুঃখ ভুলিয়া গেল। খোকাকে লইয়া দুই ভগ্নীতে উপরে খেলা করিতেছে, ইত্যবসরে তাহাদের মাতা আসিয়া কহিলেন "লীলা, তুমি কাপড় চোপড় পর ও মাসীমার কাছে চুল বেঁধে নেও, গাড়ী তয়ের হয়েছে"।

লীলা বলিল কেন মা, কোথায় যাবে? দিদি যাবে না? মাতা কহিলেন "না তুমি একাই ঝির সঙ্গে যাও, তোমার দিদির শ্বশুরবাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করে এস। কাল এখানে বঙ্গমাতার পূজা হবে, এই রাখিগুলিও দিয়া এসো"।

লীলা মাসীমার নিকটে গিয়া তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে একটি বিনুনী করিয়া তাহার পিঙ্ক শাড়ী, ও জ্যাকেট এবং জুতা মোজা পরিয়া দিদির শ্বশুরবাড়ী গেলেন। সে দিন উহার ভগ্নীপতি বিভানাথের ছুটী ছিল। তিনি হঠাৎ লীলাকে দেখিয়া

একটু আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন "একি লীলা, কোথা থেকে ?"

লীলা—"আপনাকে নিতে এসেছি, কাল আমাদের বাড়ী বঙ্গমাতার পূজা হবে।"

বিভানাথ সানন্দে লীলার হাত ধরিয়া স্বীয় মাতার নিকটে লইয়া গেলেন—কহিলেন "মা! দেখ, কে এসেছে।"

লীলা গৃহিণীকে প্রণাম করিল। তিনি আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন। উহার কোমল মুখখানি দেখিলে সকলেই ভালবাসিত।

গৃহিণী কুটুম্বের প্রতি নিতান্ত বীতরাগ হইলেও লীলার নিকট সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে খোকা ও তাহার মাতাকেও স্মরণ করিলেন। কিন্তু কেবল বিভানাথের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া লীলাকে জলযোগাদি করাইলেন।

বিভানাথ মাতৃ আজ্ঞানুসারে বহুদিন পরে স্ত্রী পুত্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পরম-পুলকিত হইলেন। লীলা বিদায় চাহিলেন। গৃহিণী কহিলেন "আজ থাক, কাল প্রাতে ভগ্নীপতির সঙ্গে যাইবে"।

বিভানাথের তাহাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মাতার সম্মুখে আর সে কথা কহিতে সাহস হয় নাই। পর দিন প্রাতঃকালে লীলা বিভানাথের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া এলেন।

এখানে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা পূজার সকল আয়োজন করিয়াছেন। কলাবতী খোকাকে সাজাইয়া কোলে করিয়া আসিয়া সেখানে উপনীত হইলেন। উৎসবের মধ্যে উৎসব, বহুদিন পরে স্বামি-সন্দর্শনে তাহার হৃদয় জড়তা অপসারিত করিয়া নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইল। আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইলে পূজা আরম্ভ হইল। ছোট, বড়, সকলেই প্রফুল্লমনে মণ্ডপে স্থির হইয়া দেবতার প্রসাদ লইতে সম্মিলিত হইয়াছেন। আজ এই গৃহ ধন্য হইয়াছে। গৃহী স্ত্রী কন্যা জামাতা সকল পরিবার লইয়া মাতৃভূমির উদ্দেশে জগজ্জননীর পূজায় মিলিত হইয়াছেন। মঙ্গলগীতিধ্বনিতে আলয় পরিপূরিত হইল। অবশেষে রাখিবন্ধন করিয়া সকলে প্রণাম করিলেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

(৫১৮ সংখ্যা—১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

সাবিত্রী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় নগেন্দ্রবালাকে "সতী সাবিত্রী" এবং কবিরাজ ৺ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "সরস্বতী" আখ্যায়িকা প্রদান করেন। কিছুদিন হুগলি অবস্থানের পর তাঁহার স্বামী খগেন্দ্র বাবু সব-রেজিষ্ট্রারের কর্ম

প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী নামক একটী পল্লীগ্রামে সস্ত্রীক গমন করেন পূর্ব্বস্থলী অতিশয় ম্যালেরিয়া-সঙ্কুল স্থান। তথাকার জলবায়ুতে নগেন্দ্রবালার অধিকতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। পূর্ব্বস্থলীতে কিছুদিন থাকিয়া খগেন্দ্র বাবু ঐ বর্দ্ধমান জেলার জামালপুরে বদলী হইয়া যান। জামালপুরের জলবায়ুও অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। নগেন্দ্রবালার শরীর দিন দিন অধিকতর খারাপ হইতে লাগিল। কিন্তু জামালপুরে আসিয়া নগেন্দ্রবালার একজন সাহিত্যানুরাগী বন্ধু মিলিল, ইহাতে তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার অধিকতর সুবিধা হইল। এই বন্ধুর নাম শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল। তিনি নগেন্দ্রবালাকে সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহিত করিতেন, তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নগেন্দ্রবালা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং নিজ মেধাবলে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এই সময়ে নগেন্দ্রবালা আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েন। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তিনি কঠিন পীড়াক্রান্ত হন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার জীবনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রবালার পিতা প্রবীণ মুন্সেফ বাবু নৃত্যগোপাল সরকার ইতিমধ্যে ছুটী লইয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নগেন্দ্রবালাকে আপনার নিকটে লইয়া আইসেন। নগেন্দ্রবালার পিতার হিতৈষী বন্ধু ভূতপূর্ব্ব সিবিল সার্জ্জন সুযোগ্য ও সুনামখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন মহোদয় বহু যত্নে ও পরিশ্রমে সে যাত্রা তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। যথাসময়ে নগেন্দ্রবালার কনিষ্ঠা কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ও ভগ্নী-বিয়োগ হয়। সেই সকল নিদারুণ শোকে নগেন্দ্রবালার দুর্ব্বল শরীর একবারে ভগ্ন হইয়া পড়ে।

কিছুদিন নগেন্দ্রবালা কলিকাতাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি নানাবিধ রোগে ও শোকে শারীরিক ও মানসিক দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তাহার পর স্বামীর কর্ম্মস্থলে গমন করেন। কিন্তু হায়! এবার আর অধিক দিন তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে হইল না। দামোদরের সৈকত তাঁহার চির-আবাসস্থল হইল। তিনি পঞ্চম ও এক বৎসরের এই দুইটি শিশুকন্যা এবং স্বামীকে রাখিয়া অকালে অনন্তধামে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার শোকে বড়ই কাতর। আকুলহৃদয়ে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় যেন শান্তিধামে চিরশান্তি লাভ করে।

শ্রীমতী চারুশীলা দাসী।

প্রার্থনা।

১

শোক তাপ জ্বালা দুখের যাতনা
যাহারে পাইয়া হে বিশ্বজননি !
তোমার কৃপায়, চির-কৃপাময়ি !
ভুলেছিনু, ভাবি সুখের ধরণী।

২

তোমারি বিধানে সে হৃদি-রতন,—
অমরার ধন কোরক মন্দার
চলিয়া গিয়াছে ফেলি অভাগায়
আঁধারে, আঁধার করি চারিধার !

৩

করি এ প্রার্থনা শান্তি-বিধায়িনি !
দেহ মনে বল—বিশ্বাস হৃদয়ে,
যেন পাই প্রাণে শান্তি পুনরায়
আলিঙ্গি কুমারে অমর-আলয়ে।

৪

রেখ মা তাহারে তব স্নেহ-ক্রোড়ে—
শান্তি দিও তারে নীরোগে যতনে,
দিও আমা-দোঁহে পুনঃ দয়া করে
চির তরে সেই চির-আশা ধনে।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

১৯০৭। ১২ই জুলাই পুত্রের মৃত্যু উপলক্ষে।

প্রাতঃকৃত্য।

(৫১৫ সংখ্যা—৭৯ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর পুণ্যশ্লোকগণকে স্মরণ।

স্বদেশপ্রেমচারিত্রদীনকারুণ্যপূজিতান্।
পুণ্যশ্লোকান্ ততঃ স্মৃত্বা প্রাতঃকৃত্যং সমাপয়েৎ॥ ১

পবিত্র চরিত্রে যাঁরা পূজিত ভুবনে,
যাঁদের করুণা সদা দীন হীন জনে ;
স্বদেশে যাঁদের প্রেম অটল অচল,
ধন্য 'পুণ্যশ্লোক' সেই মহাত্মা সকল ;
ভক্তিভরে সে সবারে স্মরি মনে মনে,
প্রভাতের কার্য্যগুলি করিবে যতনে। ১

কুপাঠাং চ কুচিন্তাং চ ত্যক্ত্বা সংযমসাধনে।
সুপাঠৈ চ সুচিন্তায়াং, সদা চেষ্টেত নিদেশয়েৎ॥২*

কুপাঠে, কুচিন্তা আর কুসঙ্গে মিলন,
মানবের হয় সর্ব্বনাশের কারণ ;

* ইদানীং সংযম-শিক্ষার বিরোধী, আবেগ উত্তেজনা-পূর্ণ নভেল নাটকে সমাজের যে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ সকল গ্রন্থ,—সমাজ-ধর্ম্মবিরোধী, সুখস্বপ্নপূর্ণ আপাতমোহন, কাল্পনিক জীবনের আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত করে। তরলমতি যুবক যুবতীরা তৎপাঠে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়ে, যে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় জীবনযাত্রাকে দুঃসহ দুঃখভার মনে করে। এজন্য এক্ষণে 'হা-হতাশ-পূর্ণ' পদ্যাদির সংখ্যাই অধিক। মূর্চ্ছাবায়ু, হৃদ্রোগ ও শিরোরোগ প্রভৃতি উৎকট উৎকট ব্যাধি, ব্যভিচার, আত্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পূর্ব্বে কাশীদাস কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণাদির কাব্যে, কথকতায়, রামায়ণাদি গানে ও নানা ব্রতাদি কথায়,—নল, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা-লখীন্দর প্রভৃতির পুণ্য যশ-চরিত্র শ্রবণ দ্বারা প্রভূত মহোপকার সাধিত হইত। কুপাঠ ও কুসঙ্গাদি বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিজ নিজ পরিবারে সর্ব্বদা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ডাক্তার শ্রীমান্ হরিধন দত্তের নারীজীবন নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

বিষতুল্য ত্যজি তাহা, সংযমসাধন,—
সুপাঠে, সুচিন্তা-পথে দিবে সদা মন। ২।

বর্দ্ধমানো বনং শুষ্কং দহত্যগ্নিকণো যথা।
কল্পতে সর্ব্বনাশায় পাপচিন্তা তথোদিতা ॥ ৩ ॥

শুষ্ক বনে অগ্নিকণা পশিয়া যেমন,
ক্রমশঃ বাড়িয়া দহে সমস্ত কানন ;
পাপচিন্তা সেইরূপ মনের ভিতরে
ক্রমেই বাড়িয়া শেষে সর্ব্বনাশ করে। ৩।

সদা পুম্ভিশ্চ নারীভিঃ পুণ্যশ্লোককথা শিবা।
শ্রোতব্যা পঠিতব্যা চ ধ্যাতব্যা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥
হৃদয়ং স্পৃশ্যতে যেন বুদ্ধিনেনাপ্যনীয়সা।
স প্রসঙ্গো ন কর্ত্তব্যো হাতব্যঃ কালকূটবৎ ॥ ৫ ॥

পুণ্যশ্লোক পুণ্যকথা নরনারীগণ
পড়িবে শুনিবে সদা করিবে চিন্তন ;
মনে যাহে বিন্দুমাত্র হয় পাপোদয়,
কালকূট সম তাহা ত্যজিবে নিশ্চয়। ৪-৫

রাত্রৌ কুর্য্যান্ন তদ্যেন দিবা চেতো বিদূয়তে।
দিবা বিদূয়তে যেন রাত্রৌ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৬ ॥
অপাপবিদ্ধমমলং কুর্য্যাদ্দিঃপ্রসাদনম্।
সর্ব্বদা নির্ম্মলং কুর্ব্বন্ সুখং জীবতি মানবঃ ॥ ৭ ॥

দিবাভাগে চিত্ত যাহে পরিতাপ পায়,
হেন কার্য্য কভু নাহি করিবে নিশায় ;
রাত্রিকালে চিত্ত যাহে পরিতাপ পায়,
হেন কার্য্য কভু নাহি করিবে দিবায় ;
পাপ-পরিশূন্য যাহা পবিত্রতাময়,
কভু যাহে আত্মগ্লানি না হয় উদয়,
হেন কার্য্য দিবানিশি করে যেই জন,
নিত্য সুখময় হয় তাহারি জীবন। ৬-৭।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

মাকড়সা ও পতঙ্গ।



মাকড়সা পাতি জাল শিকারের আশে
ডাকিছে পতঙ্গগণে সুমধুর ভাষে :—
"এস এস মোর কাছে যাদু বাছাধন!
ঘুরে ঘুরে মর কেন আহার-কারণ?
আমার ভাণ্ডারে আছে সুখাদ্য প্রচুর,
যত পার খাও, ক্ষুধানল হবে দূর।
কোমল শয্যায় সুখে করিয়া শয়ন
নিদ্রা যাও, শ্রান্তি ক্লান্তি হবে নিবারণ।
খাঁটায়ে রেখেছি দোলা তোমাদের তরে,
মৃদুল বাতাসে দোল প্রফুল্ল অন্তরে।"

কালরূপী জাল দেখি ভুলি ছলনায়
চতুর পতঙ্গ নাহি যায় ত্রিসীমায়।
বোকা এক পোকা কাছে ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া
মাক’সার গান শুনে মোহিত হইয়া।
শিকারী আসিয়া ধেয়ে ধরিল তাহায়,
আলিঙ্গিয়া বলে “বাছা! আয় আয় আয়।”
শত কের গড়বাঁধা পুরী মনোহর,
পতঙ্গে ধরিয়া তথা লইল সত্বর।
আটা মাখাইয়া তারে করিল অবশ,
“কোথা যাবে বাছা!” বলি চুষে লয় রস।
সতর্ক যে নহে কপটের ছলনায়,
এইরূপে ফাঁদে প’ড়ে জীবন হারায়॥

নূতন সংবাদ।

১। থিয়জফিকাল্ সোসাইটির কুমারী লিলিএন এড্‌গার এম, এ, বাঁকিপুর ও ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। ইনি বিবি বেজান্টের উপযুক্ত সহকারিণী।

২। দাদাভাই নৌরোজি আগামী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি ২৯এ নবেম্বর লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ডিসেম্বরের মধ্যভাগে ভারতে পৌঁছিবেন।

৩। বরদার গুইকোয়ার সস্ত্রীক নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

৪। গত ৯ই নবেম্বর ইংলণ্ডেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মদিন উপলক্ষে কতকগুলি উপাধি বিতরণ হইয়াছে।

৫। স্বামী অভেদানন্দ গত ১০ই নবেম্বর বোম্বাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন।

৬। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী বলিয়াছেন ট্রান্সভালবাসীদিগকে স্বায়ত্ত রাজ্যশাসন ক্ষমতা নবেম্বর মাসেই প্রদত্ত হইবে।

৭। লর্ড কার্জন তাঁহার শ্বশুরালয় আমেরিকায় গিয়াছেন, তথাকার ব্রিটিষ রাজদূত হইবার সম্ভাবনা আছে।

৮। বেথুন কলেজে শিক্ষিতা ছাত্রী শ্রীমতী স্নেহলতা মৈত্র বি, এ, বিবি বেজান্টের বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তথায় গিয়াছেন।

৯। কংগ্রেসের সময়ে যে মহিলা সম্মিলনী হইবে কুচবেহারের মহারাণী তাহার সভাপতি এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাণী তাহার সম্পাদিকা মনোনীতা হইয়াছেন।

১০। বালিগঞ্জের ঘাট স্কোয়ার লর্ড মিণ্টো স্কোয়ার নামে অভিহিত হইবে।

১১। লেডি মিণ্টো গত ১৩ই নবেম্বর আবার দুইটী ভল্লুক ও দুইটী শূকর শিকার করিয়াছেন, লর্ড মিণ্টো কেবল একটী শূকর শিকার করিয়াছেন!!

১২। সন্তানসম্প্রদায়ের বয়ঃক্রম এক বৎসর অতীত হইল। এই এক বৎসরের

মধ্যে তাঁহারা জাতীয় শিক্ষা ফণ্ডের ছাত্রবৃত্তির জন্য ১২০০৲ এবং দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে এখনও ৪৫০৲ টাকা আছে। ইহাঁরা মুসলমান।

১৩। আগামী ২রা ডিসেম্বর ঢাকা মুন্সিগঞ্জের কালীবাড়ীতে বিক্রমপুরবাসী স্ত্রীলোকদিগের প্রস্তুত কার্পাস সূত্রের প্রদর্শনী হইবে, সারদাসুন্দরী নামে ১৫৲ ও ১০৲ টাকার পুরস্কার বিতরিত হইবে।

১৪। গভর্ণমেণ্ট সার চন্দ্রমাধব ঘোষকে অনুরোধ করাতে তিনি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের জজের পদে থাকিতে সম্মত হইয়াছেন।

১৪। ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের শিক্ষা-সমিতি আগামী বড়দিনের সময় ঢাকায় হইবে। মাননীয় আগা খাঁ সাহেব তাহার সভাপতি হইয়াছেন।

১৫। ঝান্সীর বিধবাবিবাহ-সভা হইতে একটী অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর ক্ষত্রিয়জাতীয় বণিক্, নাম লালা বুটারাম। কন্যা ব্রাহ্মণজাতীয়া, নাম দুলাল দেবী।

১৬। জৈন সভার চতুর্থ অধিবেশন গত ৬ই।৭ই নবেম্বর অমরাবতীর নিকট সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি বোম্বাই-নিবাসী মাণিকচাঁদ হীরাচাঁদের কন্যা ভগান বাই ২৫০০ হাজার সমবেত মহিলাগণের সমক্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

১৭। আমাদের যুবরাজ-পত্নীর মতে স্ত্রীলোকদিগের অধিক অঙ্ক শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই, যোগ ও বিয়োগ শিখিলেই হইবে। তিনি বলেন বাটীর আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা ও দেনা পাওনা বুঝিবার জন্যই অঙ্ক শিখিবার প্রয়োজন। বিশ্বারি রাজপথ স্বতন্ত্র।

১৮। ফ্লানেল কাপড় ফট্‌কিরীর জলে কাচিয়া লইলে, তাহা আগুনে পোড়ে না।

১৯। যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বিবি বেসান্টের কাশীস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ বিদ্যালয়ের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করিয়া ইংরাজী ও সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত দিবার অধিকার দিয়াছেন।

২০। কপূর্রতলার মহারাণীর সন্তানেরা বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

২১। স্ত্রীলোকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে মত দিবার অধিকার পান, ইংলণ্ডের পুরুষ-জাতির তাহা অভিমত নহে। কিন্তু যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রিয়া, ও ইটালি প্রভৃতি দেশে এ সম্বন্ধে আন্দোলন আশাজনক।

২২। ফেরিরা নামক যে বুয়ার বিদ্রোহী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, সে সদল ধরা পড়িয়াছে।

২৩। জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে আগামী ১৫ই পৌষ (২৯এ ডিসেম্বর) মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত বেথুন কলেজে মহিলা-সমিতির বিরাট অধিবেশন হইবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। আর্য্যনীতি-বিজ্ঞান, উচ্চপাঠ— গিরীশ চন্দ্র দত্ত বিএ কর্ত্তৃক অনুবাদিত. মূল্য ৮০ আনা। এই পুস্তকখানির ভূমিকা স্বরূপ কয়েক অধ্যায় গভীর পাণ্ডিত্য ও সুযুক্তিপূর্ণ। এই পুস্তকে মূল-নীতি তত্ত্বসকল সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে এবং সে গুলির সমর্থনার্থ উপনিষদ, মনুসংহিতা, গীতা ও পুরাণাদি হইতে বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুগৃহে এ পুস্তকখানির সমুচিত সমাদর হইবে সন্দেহ নাই।

২। রত্নশতকম্, ১ম ভাগ—শ্রীভৈরব চন্দ্র চতুর্দ্ধুরি-বিরচিত। সংস্কৃতে শত শ্লোক রচনাদ্বারা একশত সুন্দর হিতকর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপদেশ সকলের মধ্যে সর্ব্ববিধ প্রধান প্রধান কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ এবং অকর্ত্তব্যের প্রতিষেধ আছে। ইহার সংস্কৃত বাঙ্গলার মত সরল, বিনা অনুবাদে বোধগম্য। বামাবোধিনীতে এই শ্লোকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা এখন গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। আশা করি পাঠিকাগণ রত্ন-শতকম্ যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

৩। ললনা—রচয়িত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী ঘোষ। এখানি খণ্ড কাব্য। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কতকগুলি সতী ও গুণবতী ললনার চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা নারীগণের পাঠ্য।

৪। গৃহশিক্ষা—শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত প্রণীত; মূল্য ৸০ আনা। বালকবালিকাদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য, চরিত্রসংগঠন ও ব্যাবহারিক শিক্ষা লাভের সাহায্যার্থ এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। কথোপকথনচ্ছলে অনেক বিষয় লিখিত হওয়াতে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। এ পুস্তকখানি প্রত্যেক গৃহে অধ্যয়ন ও আলোচনার যোগ্য।

৫। গৃহসুখ—শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য ৶০ আনা।

বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও সুখ বিষয়ে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে। দম্পতীগণ ইহা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

বামারচনা।

রাখি-বন্ধন।

জননীর হিত তরে,
কঠিন প্রতিজ্ঞা করে,
ভ্রাতা ভগ্নী পরস্পরে,
বাঁধ পূত রাখি করে,

ভ্রাতৃভাব রক্ষিবারে চির অখণ্ডন।
হিন্দু আর মুসলমান!
ভুলে আজি ভেদ-জ্ঞান,
পূত রাখি সূত্র দানে,
পরস্পরে প্রাণে প্রাণে,
কর সবে চির তরে প্রীতির বন্ধন।
শত মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
কোটি তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে,
ভ্রাতৃ-প্রীতি সম্মিলন,
একতার এ বন্ধন,
দেখো যেন নাহি হয় বিচ্ছিন্ন কখন।
ঘুচাতে মায়ের দুঃখ,
জুড়াতে মায়ের বুক,
মনে মনে অনুক্ষণ,
অর্জ্জুনের দৃঢ়-পণ—
জয়দ্রথ বধ সবে করহ স্মরণ।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

"বন্দে মাতরম্।"

কোটি কোটি কণ্ঠে উঠেছে উচ্ছ্বাস,—
"বন্দে মাতরম্", ভেদিয়া আকাশ;
সাগরে ভূধরে, পর্ব্বত-কন্দরে,
সুমেরু অবধি কুমেরু-শিখরে
উঠিয়াছে ধ্বনি বন্দে মাতরম্;
লভিছে ভারতে নবীন উদ্যম।
বন্দে মাতরম্ মোহন ঝঙ্কারে,
জড় দেহেতেও জীবন সঞ্চারে;—
গাহিছে পবন বন্দে মাতরম্—
গাহিছে তপন বন্দে মাতরম্—
গায় বিহঙ্গিনী বন্দে মাতরম্—
গায় স্রোতস্বিনী বন্দে মাতরম্—
বন্দে মাতরম্-প্লাবিত ভুবনে,
জেগেছে ভারতে নূতন জীবন।
যে যেখানে আছ মোহে অচেতন,
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা করহে গ্রহণ।
ভুলি আত্মপর ভেদাভেদ জ্ঞান,
একসুরে গাও মিলাইয়া তান,
বন্দে মাতরম্ প্লাবিয়া ভুবন।
গভীর গরজে ভেদিয়া গগন।
জয় জন্মভূমি ভারত জননী!
স্বর্গাদপি গরীয়সী সনাতনী।

শ্রীমতী সরলা সুন্দরী মিত্র।

কাশীর গঙ্গা।

মরি কি কাশীর গঙ্গা খর-স্রোতোময়ী!
স্রোতশব্দে বাজে ডঙ্কা,
সদা ভয়, সদা শঙ্কা—
হেরি সে বিপুল বপু স্তব্ধ হয়ে রই। ১
মরি কি কাশীর গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি! *
তীরে থেকে দেখ চেয়ে,
অর্দ্ধচন্দ্র যায় ধেয়ে,
বীচিমালা বক্ষে গাঁথি দিয়াছে প্রকৃতি! ২
মরি কি কাশীর গঙ্গা গঙ্গেশ-বেষ্টিতা! †
সাধু সন্ন্যাসীরা সব

* কাশীর গঙ্গা দেখিতে অনেকটা অর্দ্ধচন্দ্রের মত। অসগঙ্গার সঙ্গমের স্থলে অর্দ্ধচন্দ্রের মত বেশী ভাগ দেখা যায়।

† কাশীর গঙ্গার চারিদিকে এত শিবলিঙ্গ, যেন শিবলিঙ্গদ্বারাই গঙ্গা বেষ্টিত।

করে বম্ বম্ রব,
খর স্রোতে সুরধুনী মৃত্তিকা-মণ্ডিতা। ৩

শতেক সোপান-শ্রেণী বাঁধা গলদেশে,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে চলে,
তরঙ্গে তড়িত জলে,
প্রবাহে চলেছে গঙ্গা সিন্ধুর উদ্দেশে। ৪

তীরেতে তরুণী, বৃদ্ধা, নীরেতে তরণী,
দেহভরা স্রোতোধার
শ্রীপদে প্রসূনভার,
সম্মুখে বন্দনা-গীতি গায় নরশ্রেণী। ৫

'ডফরীণ' ব্রীজ রূপ লৌহের কবচে
বরাঙ্গ শোভিছে কিবা!
মন্দিরে সজ্জিত গ্রীবা,
রম্য হর্ম্ম্যগুলি যেন বর্ম্মরূপে সাজে। ৬

অসী ও বরুণা নদী দুই দিক্ হ'তে
গঙ্গায় পড়েছে আসি,
সেই হেতু বারাণসী
নাম ধরিয়াছে কাশী বিখ্যাত জগতে। ৭

বিষম স্রোতের জলে হংস কারণ্ডব—
সোজা না চলিতে পারে,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘোরে,
পরম আনন্দভরে করে পেকা রব। ৮

সোপানে সোপানে ভ্রমি অর্ঘ্য খুঁটি খায়,
পবিত্র গঙ্গার জলে
হংস খেলে কুতূহলে,
পুলিনে পণ্ডিতবর্গ বেদগান গায়। ৯

মরি কি "কেদারেশ্বর" তটের উপরে
অগণ্য অসংখ্য নরে
ভক্তিভরে যোড়করে,
চারিদিকে সন্ন্যাসীরা যাগ যজ্ঞ করে। ১০

শতাধিক বাঁধা ঘাট কাশীর গঙ্গায়,
প্রস্তরের সিঁড়িগুলি,
রহিয়াছে বক্ষ খুলি,
কত কত সাধু শাস্ত নিমগ্ন পূজায়। ১১

গঙ্গাতীরে ঘরে ঘরে ফুলের দোকান,
ভরি পিতলের সাজি,
কিনিয়া কুসুমরাজি,
বিল্বপত্র সহ শিবে করিছে প্রদান। ১২

এক লক্ষ শিবলিঙ্গ গঙ্গার কিনারে।
সবে গঙ্গানীরে নেয়ে
ইষ্টদেবে পূজা দিয়ে,
আর্দ্রবস্ত্রে ঘরে ফেরে প্রফুল্ল অন্তরে। ১৩

দশাশ্বমেধের ঘাট কিবা মনোহর!
মণিকর্ণিকার ঘাটে
শত শত যাত্রী যোটে,
কতশত চিতানল জ্বলে নিরন্তর! ১৪

কেদারের ঘাটে আছে প্রশস্ত শ্মশান।
শৈব্যারাণী যে শ্মশানে
পোড়াইতে পুত্রধনে
এনেছিল, আজও তাহা আছে বর্ত্তমান। ১৫

যথা স্রোতস্বতী গঙ্গা বরুণার সনে
মিশিয়াছে, সে স্থানটী
অতিশয় পরিপাটী
(যেন) অর্দ্ধচন্দ্র মিশিয়াছে বরুণাসঙ্গমে। ১৬

কাশী মহাপুরী কিবা গঙ্গার উপরে
নরনেত্র মুগ্ধ ক'রে,
ভাসিতেছে প্রেমভরে!
চলিয়াছে গঙ্গা তার পাদ ধৌত করে। ১৭

পূর্বাহ্ণে গঙ্গার ঘাটে কত নর নারী
প্রেমে ভরপুর হ'য়ে
মুগ্ধ নেত্রে দেখে চেয়ে,
গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা আপনা পাসরি। ১৮
সায়াহ্ণে গঙ্গার ঘাটে কি অপূর্ব্ব শোভা!
ভক্তিমদে হয়ে মত্ত,
শৈব শাক্ত গাণপত্য,
সম্মুখে বহিছে বেগে গঙ্গা মনোলোভা। ১৯
ঘৃতের প্রদীপ কত গঙ্গার উপরি,
স্রোতে করে টল মল,
যেন স্বর্ণ ফুলদল,
নদীস্রোতে স্বর্ণ হ'তে পড়িয়াছে ঝরি। ২০
প্রণমি কাশীর গঙ্গা! প্রণমি তোমারে,
তুমি মা কলির পুণ্য
কাশীকে করেছ ধন্য
তুমিও হয়েছ ধন্য কাশী স্বর্গ করে। ২১

শ্রীঅম্বুজী স্বুন্দরী দাস গুপ্তা।

ধ্রুবতারা।

নিবিড় ঘন আঁধারে
তুমি মম ধ্রুবতারা,
সংসারের শত পথে
হবনাক পথহারা।
যতদিন র'বে তুমি
আঁখি পরে মম,
শোভন ভুবন হ'তে
সুধধারা সম
ঝরিবে সুধার ধারা।
তোমারে হারাব য'বে,
অন্ধ আঁখি ভরে যাবে,
নয়ন সলিল-ধারে,
বিষাদে হইব ম্লান,
বিফল সকল গান,
মরণের পারাবারে।

সরলা দত্ত।

বিদায়ের ক্ষণে।

আজ এই শেষ ক্ষণে—বিদায়ের ক্ষণে
ভাল করে মুখগুলি আঁকি লও মনে।
মধুর কোমল চারু, হাসিভরা মুখ,
নয়নে উজ্জল আলো, স্নেহপূর্ণ বুক।
হৃদয়ে আনন্দ দিবে তারি স্মৃতিটুক,
দূরে যাবে, চলে যাবে—চাহ ভাল করে,
মুখগুলি দেখে লও শেষ বার তরে।
আবার হবে কি দেখা কে জানে কোথায়?
ভবিষ্যের কোন ক্ষণে হঠাৎ তোমায়
হতে পারে ফেলে দিবে নিকটে সবার,
হয়ত জনমে দেখা নাহি হবে আর।
তাই আজ কাছে এস, দেখ ভাল করে,
হাসিভরা মুখগুলি আদরের ভরে
আঁকি লও মন-মাঝে শেষবার তরে।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. God is all-perfect and all-holy.

2. He is to be glorified as such though every man is to be proved a liar and sinner.

3. Law makes morality, faith religion.

4. Faith is anterior and superior to law.

5. By fulfilment of the law we pay our debts. By sticking to faith we receive the grace of Heaven.

6. A man without law is justified by faith.

7. Law comes to judge men and condemn them to death through sin.

8. Grace comes as a free gift to the believers to give them eternal life through righteousness,

9. Blessed is the man, O Lord, whom Thou dost justify and who receives an abundance of grace from Thee.

LIGHT.

The night has a thousand eyes,
And the day but one ;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun.
The mind has a thousand eyes,
And the heart but one ;
Yet the light of the whole life dies
When love is done

—Francis W. Bourdillon.

A lady Vice-Chancellor.—Mrs. Sophia Bryant has been unanimously elected Vice-Chancellor of the Convocation of the London University, this being the first occasion on which a lady has held this office.

Miss. Edger.—Miss Lilian Edger, M. A., of the Theosophical Society, delivered four very interesting and edifying lectures early in November last in the hall of the Anglo-Sanskrit School, Bankipur.

The following anecdote is told of Miss Helen Gould. Miss Gould showed the children about her house, pointing out some of its interesting contents. "This" she said, stopping before a bronze in the hall, "is a statue of Minerva." "Was she married ?" asked a little girl. "Oh, no, my dear" replied Miss Gould. "You know Minerva was Goddess of Wisdom."—Harpers Weekly.

The Marquis of Ripon, who is the eldest member of the Cabinet, has entered on his 80th year. He has been more or less constantly in official life for the last 47 years, and has borne himself with honour and credit in many great and difficult positions.

London, 10th November.

Lord Ripon, in his Ghildhall speech said that all present indications were peaceful. We are in friendly terms with all the powers, and our friendships and alliances are not likely to lead to difficulties with other nations. Our determination not to allow our position in Egypt to be in any way

impaired was perfectly free from aggressive intention.

Mrs. Fawcett on the Suffragists.—Mrs. Fawcett writes to the Times saying:—"Many of us have worked persistently and quietly by voice and pen for women's suffrage for the best part of half a century. During that time four Prime Ministers—Lord Beaconsfield, Lord Salisbury, Mr. Balfour, and Sir Henry Campbell-Bannerman—have declared themselves convinced of the Justice of the claim of women to representation. Other eminent men, among whom I may mention Arch-Bishop Temple, Sir George Grey, the colonial statesman, and Mr. Russell Gurney, the Recorder of London, have given us the benefit of their public support; we also have the example of the practical success of women's suffrage in New Zealand and Austria.

But nothing is done here in England materially to forward the success of the women's suffrage movement. Under these circumstances a group of women, a few only of whom are known to me, have deliberately adopted other and more sensational methods to force the attention of the country to the claim of women to share in the advantages of representation. The real responsibility for these sensational methods lies with the politicians, misnamed statesman, who will not attend to a demand for justice until it is accompanied by some form of violence. Every kind of insult and abuse is hurled at the women who have adopted these methods, especially by the "reptile" Press. But I hope the more oldfashioned suffragists will stand by them; and I take this opportunity of saying that in my opinion, far from having injured the movement, they have done more during the last 12 months to bring it within the region of practical politics than we have been able to accomplish in the same number of years."

GREAT MEN AS BOYS.

It is well known that among the Saviors of mankind Jesus Christ was born in a manger and Sree Krishna in a prison-cell.

Keats, it is said, was born in a livery stable.

John Calvin was an apprentice at the cooper's trade.

Turner, the painter, spent his boyhood in a barber's shop.

Edward Irving, the preacher, spent his youth in a tan-yard.

Paganini began his career as a child labourer in a factory.

Schubert was educated for a school teacher, but preferred music.

Rousseau's boyhood was spent in the home of a watch-maker.

George Fox was brought up in the humble home of a weaver.

Washington's boyhood and youth were passed in the country.

Moliere, the French dramatist, began life as an apprentice to an upholsterer.

Kant, the great German metaphysician, passed his youth in a saddler's shop.

The late Mr. Herring left a million and a half, including a hundred thousand to the Salvation Army Colonisation Scheme, and other charitable bequests. The residuary estate to the Hospital Sunday Funds is estimated at half a million.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 521. January, 1907.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৪ বর্ষ। ৫২১ সংখ্যা। পৌষ, ১৩১৩। জানুয়ারী, ১৯০৭। ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—রাজ্ঞী আলেকজান্ড্রার জন্মদিন উপলক্ষে ১লা ডিসেম্বর গড়ের মাঠে ৩১টী তোপধ্বনিসহ রাজকীয় পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। গঙ্গায় পোত সকলও পতাকা-সজ্জিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরী স্বামিপুত্রসহ দীর্ঘজীবিনী হউন ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা। 'মহারাণীর জন্মদিন' বলিলে স্বর্গীয়া বিক্টোরিয়ার জন্মদিনই বুঝায়। রাজ্ঞী যদি জন্মোৎসবের দিন সে মাসে পরিবর্ত্তন করিয়া লন, বড়ই আনন্দের হয়।

ট্রান্সভালে ভারতবাসী—আফ্রিকায় এই বুয়ার দেশে বহুসংখ্যক ভারতসন্তান কার্য্যোপলক্ষে প্রবাসী হইয়া আছে। শ্বেতাঙ্গেরা তাহাদিগকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন, এজন্য তাহাদিগের ক্লেশ-বৃদ্ধিকর নূতন আইন হইতেছে। উদারনৈতিক ৬০ জন পার্লেমেণ্ট সভ্য (M, P.) ইঁহাদের সপক্ষ হইয়া সার হেনরী কটন প্রভৃতি কয়েকজনকে প্রতিনিধি করিয়া প্রধান রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠান। সার কাম্বেল ব্যানারম্যান আশ্বাস দিয়াছেন, লর্ড এলগিনের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন।

লর্ড এলগিন আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারল ও ভারতহিতৈষী। আমরা আশা করি, তাঁহার সহায়তায় ভারতবাসীদের অনুকূল ব্যবস্থা হইবে।

কলিকাতায় আমীর—কাবুলের আমীর কলিকাতা দর্শনার্থ আসিয়া ৩০এ জানুয়ারী হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত আলিপুর হেষ্টিংস হাউসে থাকিবেন।

কাবুলীরা এ দেশে কেমন সুখে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে দেখিয়া কাবুলরাজ অবশ্যই সুখী হইবেন।

কাবুলে হিন্দু—এই মুসলমান-রাজ্যে

এখনও অনেক হিন্দু বাস ও অবাধে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এবং হিন্দু মহিলাগণ সম্মানের সহিত গৃহকার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ।

এদেশে হিন্দু মুসলমানের শুভ সম্মিলনের সময় এই সুসংবাদে কে না আনন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন ?

গ্রাণ্ড কর্ড লাইন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সীতারামপুর হইতে মোগলসরাই পর্য্যন্ত এই নূতন রেল লাইন গত ৬ই ডিসেম্বর খুলিয়াছেন। বড়লাট ছোটলাট সস্ত্রীক সদস্যগণসহ প্রথম যাত্রী হইয়াছেন।

এই নূতন লাইন দ্বারা মোগলসরাই সীতারামপুর হইতে ৩৩১ স্থলে ২৮১ মাইল হইল, ইহা কম সুবিধা নহে। বোম্বাই ও কলিকাতার দূরত্ব ৫০ মাইল কম হইল। এই লাইনের ধারে খুব স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, বাঙ্গালীরা শীঘ্র শীঘ্র উপনিবেশের ব্যবস্থা করুন।

ভারত সভার সভাপতি—স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর শূন্য পদে শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মনোনীত হইয়াছেন।

ধর্ম্মগোলা—দিনাজপুরের জয়গুঞ্জি এবং ঢাকার তেওতা গ্রামে সাধারণের উপকারার্থে সাধারণ ধান্যগোলা স্থাপিত হইয়াছে।

প্রতি গ্রামে এইরূপ শুভানুষ্ঠান হইলে দুর্ভিক্ষনিবারণের বিশেষ উপায় হয়। গৃহলক্ষ্মী, গ্রামলক্ষ্মী ও নগরলক্ষ্মীস্বরূপ গোলাঘর সকল থাকিলে আমাদের অভাব কি ? তবে সে সকল রক্ষার উপায় চাই।

নমঃশূদ্রগণের সুবুদ্ধি—গত ২৬এ নবেম্বর ফরিদপুরের নমশূদ্রগণ মিলিত হইয়া বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ঢাকার নমশূদ্রগণ সমাজবিদ্রোহী হইয়া ফুলারের পূজা করিয়া শত্রুগণকে হাসাইয়াছিলেন। ফরিদপুরের লোকে স্বজাতির মুখ রক্ষা করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানরাজের প্রত্যাগমন—ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য স্থান ভ্রমণ করিয়া মহারাজাধিরাজ মহতাপ বিজয়চাঁদ নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

জগদীশ্বর মহারাজের মঙ্গল করুন এবং তাঁহার অর্থ সামর্থ্য ও নূতন অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহাকে স্বদেশের কল্যাণসাধনে সমর্থ করুন।

উপযুক্ত শাস্তি—পাইওনিয়ার পত্রে I. C. S. স্বাক্ষর করিয়া যে সিবিলিয়ান মহাপুরুষ এদেশীয়দিগের ও গবর্ণমেণ্টের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িয়াছিলেন, লর্ড মিণ্টোর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তিনি ধরা পড়িয়া নিম্নপদস্থ হইয়া ছুটী লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইনি সিলঙের একটী রাজকীয় বিভাগের কর্ত্তা সাহেব।

সার আশু ভোজ—এ বৎসর এই মহাভোজে কলিকাতার নর্ম্মান মাকলাউড সাহেব এবং বোম্বাইয়ে তত্রত্য লাট লর্ড লামিংটন সভাপতি হইয়া বক্তৃতা করেন।

কলিকাতার সভাপতির ক্ষুদ্রচিত্ততায় আমরা যেরূপ ক্ষুব্ধ, বোম্বাই লাটের উদারপ্রাণতার সেইরূপ পুলকিত হইয়াছি। প্রীতিপূর্ণ ভোজই সুভোজ।

কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ—এ, ডবলিউ

ফ্রি-ম্যান্টল যুক্তপ্রদেশের কৃষিকলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন।

গবর্ণমেন্টের সৎকার্য্য—ভারত গবর্ণমেন্ট সামুদ্রিক শুল্ক আইন অনুসারে বিদেশ হইতে জলপথ কি স্থলপথ দিয়া মহাপকারী কোকেন আমদানী বন্ধ করিয়াছেন এবং ডাকঘর সকলের প্রতি আদেশ করিয়াছেন কোকেন ধরা পড়িলেই বাজেয়াপ্ত করিবে।

মাদক নিবারণে গবর্ণমেন্টের এই কার্য্য বড়ই প্রশংসনীয়।

মৃত্যু—(১) মাদক-দ্রোহী খৃষ্টীয় মিসনরী টমাস ইভান্স ৮০ বৎসর বয়সে মোরাদাবাদে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ৫১ বৎসর ভারতবর্ষের জন্য খাটিয়াছেন, শেষ ২০ বৎসর মসুরী পাহাড়ে ছিলেন।

(২) বেনারস কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, যুক্ত প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার এবং রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ গ্রিফিথ সাহেবের ৮০ বৎসর বয়সে কোটাগিরিতে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি শেষ বয়সে উদ্ভিদতত্ব চর্চ্চা করিতেন।

জগদীশ্বর ইঁহাদের আত্মার শান্তি বিধান করুন।

রাজ-শুভাগমন—রাজভ্রাতা কনটের ডিউক আবার ভারতভ্রমণে আসিয়াছেন।

কুমারী সোরাবজীর পদোন্নতি—এই পারসী স্ত্রী-বারিষ্টার ২০০ টাকা বেতনে বঙ্গীয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে অন্তঃপুরিকাগণের পরামর্শদাত্রী ছিলেন। তাঁহার পদোন্নতি হইয়া বেতন ৮০০ টাকা হইয়াছে।

এ দেশের স্ত্রীলোকগণ উপযুক্ত হউন, তাঁহাদের উচ্চপদ ও গৌরবের অভাব হইবে না।

নূতন রাঙ্গলার—বাবু বীরেন্দ্রনাথ দে সিবিলিয়ান ও রাঙ্গলার হইয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। নাগপুরে আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছেন।

জেনানা হাঁসপাতাল—লেডী মিন্টো ৩রা ডিসেম্বর দিল্লীর জেনানা হাঁসপাতাল খুলিয়াছেন।

[নারীচরিত।]

লেডি মূর।

ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে মিষ্টর উইলিয়ম মূর নামে এক অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাশালী ইউরোপীয় পুরুষ গবর্ণমেন্টের চাকুরী গ্রহণ করিয়া বহুবর্ষকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ইঁহার জন্ম হয় এবং সেই দেশে ইনি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিচার-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতিসহকারে এই সুযোগ্য পণ্ডিত পুরুষ কলেক্টর, কমিশনর, সেক্রেটরি, বোর্ডের মেম্বর এবং অবশেষে

অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট পদে নিযুক্ত হইয়া "সার" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম মূর সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, উর্দ্দু, পারস্য, আরব্য, ব্রজভাষা, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার গভীর গবেষণা ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ "Sanskrit Texts" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ তাঁহাকে পৃথিবীতে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ছোট লাটের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সার উইলিয়ম বিলাতে প্রতিগমনপূর্ব্বক পেন্‌শন গ্রহণ করেন এবং ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য পদে নিযুক্ত হয়েন। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) সার উইলিয়ম মূর প্রবৃদ্ধ বয়সে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইঁহারই সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীর নাম লেডি মূর। ইনি অদ্যাপি জীবিতা আছেন। স্কটলণ্ড দেশে এক বিদ্বান্ ও ধনবান্ বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বামিসহ ভারতবর্ষে আটত্রিশ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন এবং লর্ড সালিসবরীর মন্ত্রিত্বকালে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভর্তৃসহ ইউরোপে গমন করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই পণ্ডিতা, পরোপকারিণী, ধার্ম্মিকা, দয়াময়ী ও ভারতহিতৈষিণী ইউরোপীয়া রমণীর গুণ, স্বভাব ও চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। বলা বাহুল্য এবম্প্রকার গুণবতী ইউরোপীয়া রমণী এখনকার দিনে ভারতে অতি অল্পসংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি গোপনে গোপনে ভারতবর্ষবাসীর এত হিত সাধন করিয়া গিয়াছেন যে, আমরা কখনই ইঁহার নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ হইয়া ইঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। প্রকাশ্য-ভাবে ইনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু গোপনে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার আলোচনায় ইঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব অধিক দেখিতে পাই। এই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী রমণী স্কটলণ্ড-দেশীয়া রমণীকুলের গৌরব এবং ভারত-বর্ষীয়া নারীবৃন্দের সম্মুখে মহৎ আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ফরক্কাবাদ (অপর নাম ফতেগড়) জেলার এক সুশিক্ষিতা হিন্দুস্থানী রমণী এক সুশিক্ষিত হিন্দুস্থানী বারিষ্টারের পত্নী। ইঁহারা উভয়েই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এই রমণীর মাতা ও পিতা খৃষ্টান ছিলেন; ইনি এক পত্র দ্বারা আমাকে লিখিয়াছেন "আমার গর্ভধারিণী জননীর সহিত লেডি মূরের অকৃত্রিম মিত্রতা ছিল। আমার মা কহিতেন, "আমরা খ্রীষ্টান, সুতরাং আমরা লেডি মূরের সংস্রবে আসিয়া বুঝিয়াছিলাম, ইনিই মনুষ্যাকারে প্রকৃত দেবী এবং রমণী আকারে ভারতমাতা।"

ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে লেডি মূর স্কটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জননীর তত্ত্বাবধানে একটি সুবৃহৎ হোটেল ছিল; ইনি নিজে হোটেলের কোনও কার্য্য করিতেন না, কিন্তু

হোটেলের লাভের টাকা তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। মাসে গড়ে তিনবার তিনি হোটেল পরিদর্শনে গমন করিতেন। তদ্ভিন্ন দুইটী বিদ্যালয় ও একটী বাজার (বা হাট) তাঁহার তত্ত্বাবধানে অবস্থিত ছিল। তিনি যখনই হোটেলে, স্কুলে বা হাটে যাইতেন, বালিকা মুরকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন। নানাদেশীয় ও নানা প্রকৃতির লোককে দর্শন করিয়া বালিকার চিত্তে বিষম কৌতূহলের উদ্রেক হইত। বহুপ্রকার দ্রব্যাদি দেখিয়া তাহাদের নাম ও গুণ তিনি মায়ের নিকট শিক্ষা করিতেন। এ দিকে বালিকা-বিদ্যালয়েও তিনি ছাত্রী ছিলেন, সেখানেও রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। গৃহেও মাতা তাঁহাকে নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন এবং তদ্ভিন্ন বেতনভোগিনী গৃহ-শিক্ষয়িত্রী আসিয়া তাঁহাকে পড়াইয়া যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত বালিকা মুর, এডিনবর্গ নগরের একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্কুল পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে এতাদৃশ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি একজন "পণ্ডিতা" বলিয়া প্রসিদ্ধা হয়েন। ভারতবর্ষে আসিয়া সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত স্বামিসহবাসে তিনি আরও জ্ঞানবতী ও গুণবতী হইয়া উঠেন। এ দেশে সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার স্বামী বিশেষরূপে অনুরাগী ছিলেন, সুতরাং সকল সময়েই স্বামীর সহায় হইতে পারিতেন। সার উইলিয়ম মুর বলিতেন "আমার চিন্তা, পরিশ্রম, পাঠ ও অধ্যবসায় এত অধিক যে, বন্ধুগণ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হইতেন, কেহ কেহ আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের অথবা মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগের আশঙ্কা করিতেন। কিন্তু আমার জ্ঞানময়ী ও গুণময়ী সহধর্ম্মিণীর সংশ্রবে আমি এই সকলকে একদিনের জন্যও কষ্টদায়ক ভাবি নাই। এরূপ সহধর্ম্মিণী লাভ করা আমি সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। সাহিত্যচর্চ্চা অবসরকালে সম্পন্ন হইত, কিন্তু শাসন ও রাজনৈতিক বিভাগের গুরুতর কার্য্যসমূহে আমাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। আমার নিকটে আমার স্ত্রী থাকিলে আমি অতি সহজে অতীব কঠিন ও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পূর্ণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম।" সার উইলিয়ম আরও বলেন, কেবল লেখা পড়া শিখায় লেডি মুর পণ্ডিতা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন তাহা নহে, পরন্তু বিনয়, পরোপকার, প্রিয়ভাষণ, মধুরালাপ, স্বামিসেবা, ঈশ্বরোপাসনা, সচ্চরিত্রতা, সত্যবাদিত্ব, সাধুসেবা, ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশদান, দরিদ্রের কষ্ট নিবারণ, সহানুভূতি, নম্রতা, সরলতা প্রভৃতি বিষয়েও লেডি মুর অদ্বিতীয়া ছিলেন।" বাস্তবিক এরূপ রমণী যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং যে কুলে বিবাহ করেন, এই উভয় কুলই ইঁহার মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়।

লেডি মুর ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অস্মদ্দেশের স্ত্রীসমাজের দুরবস্থা দর্শন

পূর্ব্বক সুযোগ্য স্বামীকে কহিয়াছিলেন "পুরুষ-সমাজের প্রতি পুরুষের যেমন কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, রমণী-সমাজ সম্বন্ধে রমণীরও তেমন কতকগুলি প্রধান কর্ত্তব্য আছে। আমি নারী, সুতরাং নারীদিগের কল্যাণ-কামনায় সর্ব্বপ্রথমে আমার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।" তাঁহার সুশিক্ষিত স্বামী এই কথায় অনুমোদন প্রকাশ করায় লেডি মুর কতকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে যে যে নগরে বদলী হইয়াছিলেন, লেডি মুর সেই সকল স্থানে এক একটি বা ততোধিক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তিনি সর্ব্বসমেত ২৭টী বালিকা-বিদ্যালয় ও ৯টী বালক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সমাজে সুশিক্ষা প্রচার করেন। পরিণামে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি কলেজ স্থাপনার্থ যথেষ্ট উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বয়স্কা বিদ্যার্থিনীর অভাবে তাঁহাকে এই সকল্প পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে প্রথমে গড়ে ১৩টী বালিকা পড়িতে আসিত, ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক স্কুলে গড়ে ৭১ জন বিদ্যার্থিনী পাওয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়-সমূহের ব্যয়ভার বহন জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইত, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর তাহার কিয়দংশ মাত্র এবং স্থানীয় ভদ্রলোকেরা কিয়দংশ সাহায্য করিতেন; বাকি টাকা লেডি মুর অকাতরে নিজের পৈতৃক ধন হইতে দান করিতেন; স্বামিপ্রদত্ত ধন হইতেও কিছু কিছু টাকা দান করা হইত। সে সময়ে উত্তর পশ্চিমের লোকেরা নারীজাতির শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিল। মেয়েরা লেখা পড়া শিখিলে ধর্ম্ম ও সতীত্ব নষ্ট হয় এবং গার্হস্থ্য কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মে, ইহাই তাহাদের হৃদয়ের ধারণা ছিল। বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা দেশে দশটা এন্‌ট্রান্স স্কুল স্থাপন জন্য যেরূপ উদ্যোগ, যত্ন, চেষ্টা, অর্থব্যয় প্রভৃতি আবশ্যক হয়, তখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশে একটা সামান্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে ততোধিক কষ্ট ও যত্ন এবং অর্থের প্রয়োজন হইত। যাহাহউক, ত্রয়োদশ-বর্ষকাল পরে লেডি মুর দেখিলেন তাঁহার স্কুলসমূহ হইতে যে সকল ছাত্রী লেখা পড়া শিখিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দশজন স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য রীতিমত সম্পাদন করিতে সমর্থা। তিনি তাঁহা-দিগকে উচ্চ বেতন দিয়া শিক্ষয়িত্রী-পদে নিযুক্ত করিলেন। তদ্ভিন্ন প্রায় ৩২ জন স্ত্রীলোককে কিছু কিছু টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা অবকাশমত হিন্দু পরিবারে গিয়া পুরনারীগণকে নীতিবিষয়ক উপদেশ দিবেন। সুবিধা হইলে রীতিমত পুস্তক পাঠেরও বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এইরূপ কথাও স্থির ছিল। এই বন্দোবস্তে প্রতি দিন গড়ে প্রায় ৩ শত স্ত্রীলোক সদুপদেশ

প্রাপ্ত হইতেন। লেডি মূর স্থানে স্থানে রজনী-বিদ্যালয় (Night School) স্থাপন করিয়া অনেক দরিদ্র স্ত্রীলোককে সেলাইয়ের কাজ, সুন্দর পাকপ্রণালী, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। এবম্প্রকারে তিনি ভারতের নারীসমাজের কি পর্য্যন্ত হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্যক্ বর্ণনা অসম্ভব। তিনি অনেকগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হিন্দুস্থানী রমণীর কলেজে পড়িবার জন্য মাসে মাসে প্রভূত টাকার সাহায্য করিতেন। মিশনরী-দিগের প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের সাহায্য জন্য তিনি কখনও কৃপণতা করেন নাই। একজন মুসলমান রমণী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্না হইয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোক অতি অল্প-বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং উর্দ্দু, হিন্দি ও পারস্য ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তদ্ভিন্ন আরবী কোরাণ তিনি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। লেডি মূর নিজের টাকায় ইহাঁকে বিলাতে পাঠাইয়া একটা কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এই রমণী আর কখনও ভারতবর্ষে ফিরিয়া আইসেন না। এডিন-বর্গ নগরে এক ধনবান্ ইউরোপীয় বণিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ঐ স্ত্রীলোক তথায় "অসাধারণ পণ্ডিতা" বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, এই ভারতবর্ষীয়া মুসলমান রমণীর বংশধরগণ এখনও, ইউরোপে বর্ত্তমান আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।

(মহাভারত হইতে)

মাতরং পিতরঞ্চৈব শুশ্রূষন্তে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব সস্নেহাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১

যে সকল মানব জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতা পিতার শুশ্রূষা করে ও ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহবান্, তাহারাই স্বর্গগামী।

কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ন হিংসন্তি কঞ্চন।
সত্যধর্ম্মরতাঃ সন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ২

যাহারা কর্ম্ম, মন ও বাক্যে কাহারও হিংসা করে না এবং সত্যধর্ম্মরত, তাহারাই স্বর্গগামী।

সর্ব্বভূতদয়াবন্তো বিশ্বাস্যাঃ সর্ব্বজন্তুষু।
ত্যক্তহিংসাসমাচারাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৩

যাহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও সকল প্রাণীর বিশ্বাসপাত্র, হিংসাসম্পর্কবর্জ্জিত, তাহারাই স্বর্গগামী।

পরস্বে নির্ম্মমা নিত্যং পরদারবিবর্জ্জকাঃ।
ধর্ম্মলব্ধান্নভোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৪

যাহারা পরধনে নির্লোভ, পরদার-বিরাগী, ধর্ম্মলব্ধ অন্নভোজনকারী, তাহারাই স্বর্গগামী।

মাতৃবৎ স্বসৃবচ্চৈব নিত্যং দুহিতৃবচ্চ যে।
পরদারেষু বর্ত্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৫

যাহারা পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ

ও কন্যাবৎ সর্ব্বদা দর্শন করে, তাহারাই স্বর্গগামী।

অপরাদ্ধেষু সস্নেহা মৃদবো গুরুবৎসলাঃ।
দেবতারাধনপরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৬

যাহারা অপরাধীর প্রতি কোমল স্নেহবান্, গুরুভক্তিপরায়ণ, ইষ্টদেবতা-পূজায় তৎপর, তাহারাই স্বর্গগামী।

শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরাঃ।
ভবন্তি মৈত্রাঃ সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥৭

যাহারা শত্রু ও মিত্রের প্রতি তুল্য মনে মিত্রভাবাপন্ন, তাহারাই স্বর্গগামী।

যে বর্জয়ন্তি পরুষং পরদ্রোহঞ্চ মানবাঃ।
সর্ব্বভূতসমা দান্তাস্তে নরাঃ,স্বর্গগামিনঃ॥ ৮

যাহারা রুক্ষভাব ও পরদ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত দান্ত ও সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হয়, তাহারাই স্বর্গগামী।

অসৎপ্রলাপাদ্বিরতা বিরুদ্ধপরিবর্জ্জকাঃ।
সৌম্যাপ্রলাপিনো যে চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥৯

যাহারা অসৎ প্রলাপ পরিত্যাগ করে, বিরুদ্ধভাব বর্জন করে এবং সদালাপী, তাহারাই স্বর্গগামী।

আত্মহেতোঃ পরার্থং বা নর্ম্মহাস্যাশ্রয়া তথা।
যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥১০

যাহারা আপনার বা পরের জন্য অথবা পরিহাসস্থলেও মিথ্যা না বলে, তাহারাই স্বর্গগামী।

গ্রামে গৃহে বা যদ্দ্রব্যং পারক্যং বিজনে স্থিতং।
মনসাপি ন কাঙ্ক্ষন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ। ১১

যাঁহারা গ্রামে, গৃহে বা বিজনে স্থিত পরদ্রব্য মনেতেও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহারাই স্বর্গগামী।

সহস্রপরিবেষ্টারস্তথৈবচ সহস্রদাঃ।
ত্রাতারশ্চ সহস্রাণাং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১২

সহস্র লোকের যাহারা পরিবেষ্টা, সহস্র প্রকারে দাতা এবং সহস্র সহস্র লোকের ত্রাতা, তাহারাই স্বর্গগামী।

মানিনী।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরতাপ অস্তমিতপ্রায়। রাজবালা উত্তরা ঘন কৃষ্ণ কেশরাশির ভরে হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছেন, যেন নবীন বল্লরী পুষ্পভারে অবনতা। বিরাট-গৃহিণী দুই প্রহরের পর দিবানিদ্রা ভঙ্গ হইলে দাসীকে ডাকিয়া কন্যার সংবাদ লইলেন।

"রাজকুমারী পাশা ক্রীড়ার রত আছেন" দাসী কহিল।

"বেলা অবসানপ্রায়, রাজপুত্রীকে কহ একবার প্রাসাদোপরি যাইয়া কেশগুচ্ছের আর্দ্রতা দূর করুন" রাণী কহিলেন।

দাসী বিরাট-মহিষীর আজ্ঞা বহন-পূর্ব্বক উত্তরার সন্নিধানে গমন করিল।

রাজপুত্রী প্রাঙ্গণসম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া সখীগণের সহিত পাশা ক্রীড়ায় মগ্ন আছেন। দাসী গিয়া মহারাণীর আদেশ জানাইলেন। উত্তরা তৎক্ষণাৎ মাতৃ-আজ্ঞা পালনে উদ্যতা হইলেন। বৈকালিক দিবাকরের স্বর্ণ কিরণমালা

প্রাসাদের স্বর্ণচূড়া উজলিয়া উত্তরার ঘন কেশদামের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যেন নিবিড় মেঘমালার অভ্যন্তরে বিদ্যুদ্দাম চমকিয়া যাইতেছে। সহচরী চারু কর দ্বারা কেশগ্রন্থি ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া এলাইয়া দিতেছে, মৃদুমন্দ সমীরণ অলক্ষ্যে অলকদাম চুম্বিয়া যাইতেছে। ইত্যবসরে দৈবাৎ রাজকুমারীর দৃষ্টি রাজপথের দিকে নিপতিত হইল। অতি বিস্ময়ে চকিতনেত্রে চাহিয়া কহিলেন :—

"দেখ সখি! দেখ কি সুন্দর মুখ! আহা! এমন লাবণ্য ত কখনও দেখি নাই! দীনা ভিখারিণীর এত রূপ, উটি কি শাপভ্রষ্টা দেবী নাকি! উহাকে অন্তঃপুরে একবার ডাকিয়া আন।"

আজ্ঞামাত্র দাসী সত্বরপদে অবতরণ করিয়া রাজভৃত্যদ্বারা নবীনা ভিখারিণীকে ডাকিয়া অন্তঃপুরে আনিল।

ভিখারিণী অসামান্যা রূপসী ও যৌবনবতী। দীর্ঘকেশরাশি বেণীবন্ধন করিয়া মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে গ্রথিত করিয়াছে। পরিধানে অতি মূল্যবান্ বস্ত্র মলিন দেখাইতেছে, সাজ সজ্জায় সৈরিন্ধ্রীর মত। দাসীর সহিত ভিখারিণী আসিয়া প্রাঙ্গণে বসিল, পুরমহিলাগণ একে একে সকলেই সমাগতা হইলেন। অতঃপর বিরাট-রাণী সুদেষ্ণাও সেখানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই রূপ দেখিয়া আকুল—সকলেরই প্রাণে যেন আপনা আপনি মায়ার সঞ্চার হইল। দেখিবামাত্র বিদ্যুৎশক্তি-বেগে এত অনুরাগ কেন? সৌন্দর্য্য কি জগতে এত মোহকারী! মহিষী সুদেষ্ণা ভিখারিণীকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "হে ভদ্রে! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা করি।"

"আমি সৈরিন্ধ্রী। যিনি আমাকে প্রতিপালন করেন, আমি তাঁহার সেবা করি" ভিখারিণী কহিল। রাণী—"তুমি যেরূপ রূপবতী রমণী, তুমি কোনও ক্রমে দাস্যবৃত্তির যোগ্যা নহ, বরং অনেকেই তোমাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার উপযুক্ত। তোমার সকলই সুলক্ষণ। দেখ তোমার গুলফ্ অনুন্নত, উরুদ্বয় পরস্পর-সংশ্লিষ্ট, বুদ্ধি ও বাক্য গম্ভীর, অঙ্গুষ্ঠ নিতম্ব ইত্যাদি সর্ব্ব অঙ্গ উন্নত, করতল, পদতল ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। নারীজনোচিত সর্ব্বগুণময় শোভমান সৌন্দর্য্য তোমাতে বিদ্যমান। পূর্ণলক্ষ্মীসদৃশ তুমি কোন প্রকারে দাসী হইবার যোগ্যা নহ, তুমি কে, সত্য করিয়া বল?

ভিখারিণী কহিল "হে রাজমহিষী, আমি অন্য কেহ নহি, কেবল মাত্র একজন পরিচারিকা। আমি কৃষ্ণের প্রিয়মহিষী সত্যভামার আরাধনা করিতাম ও অদ্বিতীয় কুরুবংশের পাণ্ডবপত্নী পাঞ্চালীর পরিচর্য্যা করিতাম। কেশপাশ-রচনায়, মাল্যগ্রন্থনে, গন্ধাদি বিলেপনে আমার নৈপুণ্য আছে। আমি সর্ব্বথা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতাম। উক্ত দেবীগণ আমার নাম "মালিনী" রাখিয়াছেন। হে শুভে! অদ্য আমি আপনার শরণাগত

হইয়াছি। আমি কেবল উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে পারিব না।" সুদেষ্ণা ভিখারিণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অপরন্তু তাহার বিনয়নম্র বচনে আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন ও কহিলেন "দেখ মানিনী! অদ্য হইতে তুমি আমার সহচরী হইয়া এই রাজ-অন্তঃপুরে বাস কর, তোমার কোনও অভাব হইবে না। কিন্তু একটা কথা আরও শুনিতে ইচ্ছা করি তোমার কেহ আছে কি?" ইহা শুনিবামাত্র মানিনীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তথাপি অতি বিনম্রভাবে উত্তর প্রদান করিল "মহিষী! আমার পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব স্বামী আছেন।"

ইহা শুনিবামাত্র উত্তরার কৌতূহল জন্মিল। সে আরও প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু মহিষীর ইঙ্গিতে নিরস্ত হইল। সেই দিন হইতে মানিনী অতি যত্নসহকারে সুদেষ্ণা মহিষীর নিকট রক্ষিত হইলেন। তাহার সদ্ব্যবহারে ও আকৃতি-প্রকৃতি-গত আচার ব্যবহার দর্শনে কেহই অস্নেহ বা অসম্মান করিতে সমর্থ হইত না; বরং মানিনীর রূপগুণ-সৌরভ সমস্ত নগরময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একদিন মহিষী সুদেষ্ণা সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থে অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন, মানিনীকেও সঙ্গে লইলেন। দুজনে পুষ্পবীথিকার মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতেছেন ও ফুলে ফুলে আঁচল পুরিয়া লইতেছেন। মানিনী কহিল "অদ্যকার সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমদামে এমন অলঙ্কার রচনা করিয়া আপনাকে সাজাইব, যেন সাক্ষাৎ পুষ্পরাজ্যের অধীশ্বরী জ্ঞান হইবে।" সুদেষ্ণা সখীর আপ্যায়িতে পরম প্রীতা হইয়া কহিলেন "সখী! সত্যই বলিয়াছ—বিধাতা আমাদিগকে কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে শোভনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রচিত এমন বস্তুও আছে যে বিনা-ভূষণেই সুন্দর; এই সুকুমার পুষ্পাবলীও সেখানে লজ্জা পায়।"

মানিনী বুঝিলেন উভয়ভাবে এ ধন্যবাদ তাঁহাকেই দেওয়া হইতেছে, অতএব লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। অবশেষে কহিলেন "মহিষী! দেখুন অদ্য গগণতল ছাড়িয়া সুধাংশু কাননভূমি আলো করিয়াছে, তার পাছে পাছে ক্ষুদ্র নক্ষত্রও আকর্ষিত হইয়া নামিয়া পড়িয়াছে।"

এই প্রকারে শান্ত সন্ধ্যায় মিষ্টালাপ মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়িল। অদূরে কাহার পদধ্বনি! উভয়ে সোৎসুকনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন একজন দীর্ঘাকার সুন্দর যুবাপুরুষ মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া সম্মুখমুখে সম্মুখীন হইতেছে।

উভয়ে পুষ্পসংগ্রহে বিরতা হইলেন। মানিনী হঠাৎ নবাগত ব্যক্তিকে দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইলেন। কিন্তু মহিষী কহিলেন "উনি আমার ভ্রাতা।" এই বলিয়া আরও নিকট হইলেন। মানিনী সেই অবসরে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন। সুদেষ্ণা ভ্রাতার কুশল প্রশ্ন করিয়া অসময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর ভ্রাতা কহিলেন "দেবি! ক্ষমা করিবেন,

আপনার উদ্যানে যে নবীন কেতকী প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র রাজধানী সৌরভিত করিয়াছে, আমি সেই সমাচারের সত্য মিথ্যা জানিতে অগ্রসর হইলাম।"

সুদেষ্ণা ভ্রাতার প্রমুখাৎ এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন না, সহসা তিনি নীরব হইয়া গেলেন এবং গম্ভীরভাবে ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া নিজে মানিনী যে লতাকুঞ্জের অন্তরালে লুকাইয়াছিলেন, তথায় গেলেন। ভ্রাতাও তদনুসরণ করিলেন।

যুবক সতৃষ্ণনয়নে মানিনীকে অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া সে তথা হইতে সরিতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু রাণীর আদেশের অপেক্ষা পলে পলে গণিতেছে। সুদেষ্ণা বুঝিতে পারিলেন ভ্রাতার নিতান্ত আসক্তি জন্মিয়াছে। তিনি মানিনীকে অন্তঃপুরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

যতদূর দৃষ্টি যায়, যুবক চাহিয়া রহিলেন। রাণী উদ্যানস্থ সরসীসন্নিকটে ভ্রমণ করিতে গেলেন। সরোবরে হংস হংসী বিচরণ করিতেছে। দিবসের আলোক পুনরায় অন্ধকারে লুকাইয়াছে দেখিয়া হংস-শাবকগুলি মাতার অন্বেষণে কাতরধ্বনি করিয়া কূলে কূলে বিচরণ করিতেছে। তদবলোকনে রাণীর রমণীহৃদয়ে বাৎসল্যভাব জাগরিত হইয়া পড়িল। ভ্রাতাকে অনুরোধ করিলেন "ঐ হংসীকে কূলে তুলিয়া দেও।" তিনি তথাস্তু বলিয়া সত্বর মহিষীর আদেশ পালন করিলেন

পরে উভয়ে স্বস্থানে গমনোদ্যত হইলে যুবক ভগিনীকে পুনরায় করযোড়ে কহিলেন "দাসের কিছু প্রার্থনা আছে।" ভগ্নী ভ্রাতার অনুনয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন "কি চাও? প্রার্থিত বস্তু অযোগ্য না হইলে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা অসম্ভব নহে।" যুবক কহিলেন "দেবি! আপনার যে নূতন পরিচারিকা আসিয়াছে, উহাকে আমার নিকট নিযুক্ত করিয়া দিউন। দেবভোগ্যা মন্দারমালা অযত্নে শুখাইয়া যাইতেছে। আপনি উহাকে দীন পরিচারিকার স্থান দিয়াছেন, আমি আপন সিংহাসনের অধীশ্বরী করিয়া রাখিব।" এইরূপ প্রার্থনা সুদেষ্ণার নিতান্ত গর্হিত বোধ হইল, কিন্তু ভ্রাতাকে নিতান্ত উন্মাদ দেখিয়া কলে কৌশলে নিবৃত্ত করিবেন বিবেচনা করিলেন এবং বলিলেন "ভাল, ইহার উত্তর কাল দিব।" ইহা শুনিয়া যুবক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

মহিষী অগ্রসর হইয়া দেখেন প্রতিহারিণী সম্মুখে উপস্থিত। "আপনার বিলম্ব দেখিয়া মানিনী আমাকে পাঠাইলেন, মহারাজ আপনার জন্ম অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিতেছেন" দাসী কহিল। রাজা অপেক্ষা করিতেছেন শুনিয়া রাণী সত্বরপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। (ক্রমশঃ)

খুল্লনা।

(৫১৯ সংখ্যা—২০১ পৃষ্ঠার পর)

লহনা যতই দুঃখ, মনস্তাপ ও অভিমান প্রকাশ করুক না কেন, তাহার স্ত্রী-চরিত্রের দৌর্ব্বল্য তাহার সাপত্ন্য-শোকের সঞ্চার করিয়াছিল। লহনা সোণার চুড়ি ও পাটের সাড়ী পাইয়া ভুলিয়া গেল, ভুলুক না ভুলুক অন্ততঃ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, ধনপতিকে বিবাহ করিবার অনুমতি দিল! এ বিবাহে ধনপতি কেবল মাত্র জলপিণ্ডেরই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন—লহনা অপুত্রবতী—দারান্তর পরিগ্রহে যদি বংশরক্ষা হয়, তাহা হইলে তাঁহার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধারের উপায় হইবে।

বিবাহের দিন ও লগ্ন স্থির হইল—যথা নিয়মে বিবাহের যাবতীয় শুভানুষ্ঠান সম্পাদিত হইল—অধিবাস, নান্দীমুখ যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহার কিছুরই ত্রুটী হইল না। গৌরীপ্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার পূজা, বসুধারা-দান—সকলই সমাহিত হইল। যেরূপ আড়ম্বর অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনগণের বর লইয়া কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে যাইবার রীতি ছিল, সকলে মিলিয়া তাহাতে তৎপর হইলেন। সেকালে বর লইয়া যাইবার জন্য চৌঘুড়ী, মোটর কার বা তদনুরূপ কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না—যানের মধ্যে হস্তী, অশ্ব আর দোলা। সাধারণ ভদ্রলোকের মধ্যে দোলারই সমধিক প্রচলন ছিল—ধনপতির জন্যও তাহার অধিক আর কোনও আয়োজন হয় নাই। ধনপতি দোলাতে আরোহণ করিয়া জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ববর্গ পরিবেষ্টিত বরযাত্র সমভিব্যাহারে ইছানী নগরে লক্ষপতির বাড়ীতে বিবাহযাত্রা করিলেন। অদ্যাপি বরযাত্রীর সহিত কন্যাযাত্রীর যেরূপ আচার ব্যবহার আছে, তখনও প্রায় তদ্রূপই ছিল; ধনপতির বিবাহে তাহার কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। বিবাহ-ক্ষেত্রে সেই স্ত্রী-আচার, নব-দম্পতীর সেই চারিচক্ষুমিলনে শুভ দর্শন, সেই মাল্য-বিনিময়, সকলই হইল। যাহা-হউক তখনকার কালে একটী অতি সুন্দর প্রথা প্রচলিত ছিল, অধুনা তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে—বিবাহের পর বাসগৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে বরকন্যার অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কালকেতু ব্যাধের বিবাহেও আমরা বরকন্যার অরুন্ধতী দর্শনের কথা শুনিয়াছি আর ধনপতির বিবাহেও তাহা শুনিলাম ;—

বাজয়ে মঙ্গল পড়া,
দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া,
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম,
লাজাহুতি কৈল হোম,
ফুঁহে করে অনলে প্রণতি।"